for HOTELS & HOMES
PORCELAIN CROCKERYWARES
OF FINEST TASTE
HAND PAINTING
OUR SPECIALITY
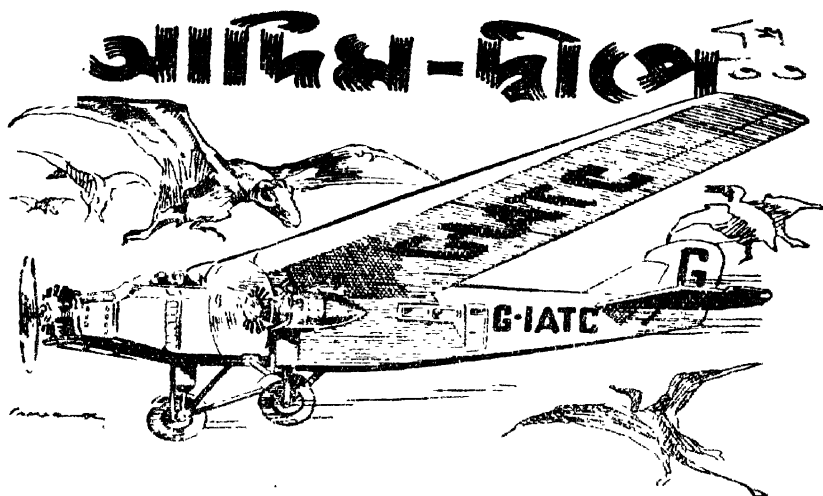
আদিম-দ্বীপে

সুনির্ম্মল বসু

প্রাপ্তিস্থান
ইস্টার্ণ-ল-হাউস
কলিকাতা

আদিম-দ্বীপে

এক

শোঁ···শোঁ···শোঁ
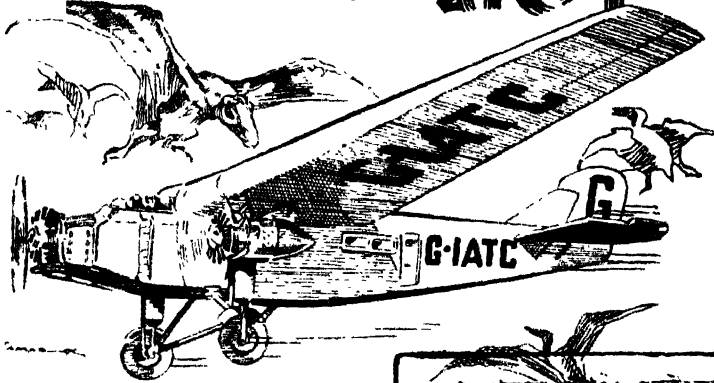
নীল আকাশের বুক চিরে ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছে একখানা উড়োজাহাজ। জাহাজের আরোহী হচ্ছে দু'জন বাঙালী যুবক—নাম কল্যাণ আর তপন।

এদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমার শেষ অংশ —'কেপ অফ্ গুড্‌হোপ্'। ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমার শেষ প্রান্ত কেপ কমরিন' থেকে 'কেপ অফ্ গুড্‌হোপে'র দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল। এই দূরত্বটুকু অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে পৃথিবীতে একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য।

আজ খুব সকালে কল্যাণ আর তপন এই 'কেপ কমরিন্' থেকে আফ্রিকার পথে তাদের জাহাজ উড়িয়ে এক দুঃসাহসিক অভিযান সুরু করেছে।

সীমাহীন ভারত মহাসাগরের শান্ত বারিরাশি দিগন্তপ্রসারী একখানা স্বচ্ছ কাঁচের মত নীচে পড়ে আছে। উপরে অন্তহীন আকাশের নীল চন্দ্রাতপ প্রখর সূর্য্যকিরণে ঝিলমিল করছে,—তাদের মাঝখান দিয়ে উড়ে চলেছে কল্যাণদের উড়োজাহাজ একটা ঝোড়ো পাখীর মত 'শোঁ শোঁ করে'।

সীমাহীন পথ—সারাদিন মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এখনো কূলের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্যাণ একমনে উড়োজাহাজ চালাচ্ছে আর তার পাশে বসে তপন দূরবীন দিয়ে চারিধারে তাকিয়ে দেখছে—কূলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কিনা!

"কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ তপন? এতক্ষণ তো আমাদের 'ম্যাডাগাস্কা-রের' কাছে আসা উচিত ছিল, সন্ধ্যার আগে যে করেই হোক আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতেই হবে!"

কল্যাণের কথা শুনে তপন উত্তর দিল, "আমরা অনেক আগেই 'ম্যাডাগাস্কারে' পৌঁছে যেতাম, কিন্তু গোল বাধিয়েছে আমাদের দিক-নির্ণয় যন্ত্রটা, ওটা বিকল হয়ে যাওয়াতেই আমাদের পথের গোলমাল্ হয়েছে, —আমরা ঠিক সোজা পথে যেতে পারছি না।" দূরবীনে চোখ লাগিয়েই তপন উত্তর দিল।

"বাস্তবিকই—আমাদের 'কম্পাস'টা ঠিক থাকলে এতক্ষণ আমরা

"কেপ অফ্ গুড্‌হোপে পৌঁছে একটা নতুন রেকর্ড স্থাপন করতাম।" উড়ো জাহাজের গতি আরো বাড়িয়ে দিয়ে কল্যাণ এই কথা গুলো বল্লে।

—"রেকর্ড স্থাপন চুলোয় যাক, এখন কোনো রকমে সন্ধ্যার আগে একটা কূলের সন্ধান পেলে বাঁচা যায়,—ঠিক আমরা যে কোন্ পথে চলেছি—তা' ঠিক মালুম হচ্ছে না—" এই পর্য্যন্ত বলেই তপন সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল "কল্যাণ, কল্যাণ,—ঐ যে—দূরে,—অনেক দূরে, সমুদ্রের উপর একটা দ্বীপের মত কি যেন দেখা যাচ্ছে, ঐ দিক লক্ষ্য করে জাহাজ চালাও।"

সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে,—লাল আকাশের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা —নীল সাগরের জলকে রঙীন্ করে' তুলেছে

কল্যাণ বল্লে—"পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ঐ দ্বীপের কাছে পৌঁছাতে পারব। কিন্তু কোন দ্বীপ ওটা তা' তো কিছুই ঠাহর করে' উঠতে পারছি না। ভারত মহাসাগরের মাঝে এখনো অনেক স্থান অনাবিষ্কৃত আছে। এমন সব জায়গা এখনো আছে, যেখানে আধুনিক সভ্যতার আলোর এক কণাও প্রবেশ করে নাই।"

—"তবে কি আমরা এই অনাবিষ্কৃত কোনো দেশে এসেই হাজির হলাম নাকি? সর্ব্বনাশ!" তপন ভীত কণ্ঠে বল্লে।

কল্যাণ উত্তর দিল "তাতেই বা ভয় কি! মাত্র একটি রাত আমরা এই দ্বীপে বাস করব, আমাদের সঙ্গে যে সব আধুনিক ধরণের অস্ত্র শস্ত্র আছে তাতে আমাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই। রাতারাতি যদি কম্পাসটা ঠিক করে' ফেলতে পারি—তবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কাল শেষ রাত্রেই আমরা দেশের পথে ফিরে যাব।"

হঠাৎ তপন বলে উঠ্‌ল "ঐ দেখ—কল্যাণ, কি রকম সব অদ্ভুত ধরণের পাখী দ্বীপের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, কি ভয়ঙ্কর ঠোঁট আর নখ ওগুলোর।"

জানালা দিয়ে মুখ বার করে' কল্যাণ পাখীগুলোকে দেখে চমকে উঠ্‌ল "উঃ কী সাংঘাতিক মূর্ত্তি ওদের। ইচ্ছে করলে ওরা আমাদের মুণ্ডু নখে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে,—ঐ দ্যাখো তপন, আমাদের উড়ো-জাহাজ দেখে পাখীগুলো কেমন ভীত, বিচলিত হয়ে উঠেছে। নিশ্চয় ওদের ধারণা—এটা একটা রাক্ষুসে পাখী, ঐ দ্যাখো, আমরা যত এগিয়ে চলেছি, ওরা ততই চীৎকার করতে করতে উড়ে পালাচ্ছে।"

সবে মাত্র সূর্য্য অস্ত গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিধারে,—ঠিক এমনি সময় কল্যাণদের উড়োজাহাজ এসে নাম্‌ল সেই অজানা দ্বীপের একটি খোলা জায়গায়।

দুই

সম্পূর্ণ অজানা, অজ্ঞাত দেশ। কল্যাণরা ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে অনেকখানি দক্ষিণে এসে পড়েছে, তবে ঠিক যে কোন স্থানে তারা এখন উপস্থিত হয়েছে, কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। আফ্রিকার কাছাকাছি কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ার ধারে তারা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে এসে পড়েছে—তাও কিছু অনুমান করা যাচ্ছে না।

এরোপ্লেনের গতি থামিয়ে কল্যাণ বল্লে, "হোক্ অজানা জায়গা, তবু তো রাত্রি কাটাবার মত একটা জায়গা পাওয়া গেল। আমার বিশ্বাস—একটু চেষ্টা করলেই আমরা কম্পাস্‌টা ঠিক করে ফেলতে পারব। যন্ত্রটা ঠিক হয়ে গেলে আর কোনো ভাব্‌নার কারণ থাক্‌বে না। কাল ভোরেই আমরা দেশের দিকে রওয়ানা হতে পারব।"

তপন বল্লে—"দ্বীপটিকে দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ জংলা। চেয়ে ছাখো কল্যাণ চারিধারে কী ভীষণ নিবিড় জঙ্গল। অন্ধকারের আব্‌ছায়াতে আশে পাশের গাছপালাগুলো ক্রমেই যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌ছে। চারিধারেই একটা জটিল থম্‌থমে ভাব,—নিশ্চয় এটা কোনো অসভ্য বুনোদের দেশ, সভ্যতার লেশমাত্র নাই এই দ্বীপে।"

কল্যাণ উত্তর দিল, "অসভ্য বুনো লোকের দেশ হোক আর নাই হোক্—অসংখ্য বুনো জানোয়ার যে এই দ্বীপের অধিবাসী সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজেই আমাদের বিশেষ সাবধান হতে হবে।"

—"আমরা আফ্রিকারই কোনো অংশে এসে পড়ি নাই তো! ছাখতো কল্যাণ, মিটারের বাক্সটা—আমরা কতটা পথ পাড়ি দিয়েছি!" তপন উৎসুক কণ্ঠে বল্লে।

এরোপ্লেনের ভিতর বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে, তার আলোতে মিটারের বাক্সটা ভালো করে দেখে কল্যান বল্লে, "আমরা এসেছি প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল। কী আশ্চর্য্য তপন, এতটা পথ আমরা এলাম অথচ এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা দ্বীপও আমাদের চোখে পড়ল না, নিশ্চয়ই আমরা ভুল পথে চলে এসেছি।"

তপন গম্ভীর স্বরে বল্লে, "এ ভাবে যে কম্পাসটা হঠাৎ বিগড়ে যাবে কে জান্‌তো, না হলে এতক্ষণ আমরা নিশ্চয় আফ্রিকার দক্ষিণাংশে পৌঁছে গিয়ে একটা নতুন রেকর্ড স্থাপন করতাম। হয়তো আমরা আফ্রিকারই অন্য কোনো অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি।"

—"না তপন—এ কখনই আফ্রিকা নয়,—আফ্রিকার চেয়ে অনেক বেশীদূরে উড়ে এসেছি আমরা। আফ্রিকার কাছাকাছি কোনো জায়গায় আস্‌লে নিশ্চয় আমরা টের পেতাম।" কল্যাণ বল্লে।

কল্যাণের কথার অর্থ টা ঠিক মত বুঝতে না পেরে তপন অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "তুমি কি করে' বুঝলে কল্যাণ—আমরা আফ্রিকার কোনো প্রান্তে এসে পৌঁছাই নাই! আন্দাজে তুমি কি করে' অনুমান করছ?"

কল্যাণ একটু মুচ্‌কি হেসে উত্তর দিল, "এই সামান্য ব্যাপারটা তুমি ধরতে পারছ না তপন!"

তপন নির্ব্বিকার ভাবে বল্লে, "আন্দাজে কিছুই অনুমান করা যায় না।

আমার খুব বিশ্বাস, আফ্রিকা কিম্বা ম্যাডাগাস্কারে আমরা এসে পৌঁছেছি।"

কল্যাণ উত্তর দিল, "আফ্রিকা হচ্ছে অতি গরম দেশ, তার উপর এখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই খুব অতিরিক্ত গরম পড়বারই কথা। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছ না তপন কি রকম শীত শীত বোধ হচ্ছে এখন। আমাদের দেশের কাত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত অনুভব করছি। কাজেই সহজ বুদ্ধিতেই এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে আমরা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলি ছেড়ে 'ইকোয়েটার' পার হয়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি।"

তপন এইবার কল্যাণের অনুমানের অর্থটা বুঝতে পারল, উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্লে, "তোমার কথাই হয়তো ঠিক কল্যাণ, কিন্তু কোন্ দেশ এটা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানচিত্র ছিল। কল্যাণ ম্যাপখানা বের করে' খুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তপনকে বল্লে, "এই ত্যাখো তপন—ভারত মহাসাগর, এই যে শাদা জায়গাগুলো দেখ্‌ছ—এগুলো এখনো অনাবিষ্কৃত দেশ। আমার ধারণা, আমরা এই স্থানেরই কোনো অজ্ঞাত দ্বীপে এসে হাজির হয়েছি।"

—"অজ্ঞাত হোক্ আর জ্ঞাত দেশই হোক,—আজকের রাতটা এখানে কোনো রকমে কাটাতেই হবে। এ ছাড়া আর অন্য উপায় কি!" তপন বল্লে।

কল্যাণ উত্তর দিল, "আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এখন কম্পাসটাকে ঠিক করা। যন্ত্রটা ঠিক না হলে আমাদের দেশে ফেরা যে দুর্ঘট হয়ে দাঁড়াবে। কিছুতেই দিক ঠিক করতে পারব না।"

অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসছে, গহন কাননের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে অদ্ভুত সব শব্দ।

তপন বল্লে, "কল্যাণ, আমার মনে হয়, এখন যন্ত্র মেরামত ছেড়ে দিয়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় আমরা আশ্রয় নিই। ঐ শোনো কি রকম অদ্ভুত বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে।"

কল্যাণ কান পেতে শুনলো অন্ধকার বনের ভিতর থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত এক আওয়াজ—অনেকটা করাত দিয়ে কাঠ-চেরার মত শব্দ।

তিন

"ওটা কিসের আওয়াজ কল্যাণ !" বিস্ময়ের সুরে তপন প্রশ্ন করল।

"ঠিক বুঝতে পারছি না, শব্দটা খুব কাছ থেকে আস্‌ছে বলেই মনে হয়।" কল্যাণ উত্তর দিল।

"ওটা কি কোনো জন্তু জানোয়ারের ডাক !" তপন জিজ্ঞাসা করল।

"আওয়াজটা অনেকটা করাত দিয়ে কাঠ-চেরা শব্দের মত, কিছুই ঠাহর করে উঠ্‌তে পারছি না তপন, এই রহস্যময় দেশে—"

কল্যাণের মুখের কথা শেষ হতে না হতে তপন চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ঐ ছাখো কল্যাণ গহন অন্ধকারের মধ্যে তুটো আগুনের ভাঁটা জ্বল্‌ছে—"

কল্যাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে টর্চ্চের তীব্র আলো ফেল্ল সেই আগুনের ভাঁটা তুটো লক্ষ্য করে',—আর যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতে তু'জনেই শিউরে কেঁপে উঠ্‌ল।

অস্ফুট স্বরে কল্যাণ ব'লে উঠ্‌ল, "ডাইনোসরস্‌—ডাইনোসরস্‌,—এ যে সেকালকার অতিকায় জীব,—সর্ব্বনাশ—আমরা এ কোথায় এলাম ! আজকালকার যুগে তো এ ধরণের জীব দেখতে পাওয়া যায়না। এদের বংশ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে বলেই সকলের ধারণা।"

দেখতে অনেকটা গিরগিটির মত কিন্তু আকারে সত্তর আশি ফুটের কম হবে না। সারা গায়ে মাছের মত আঁশ চিক্ চিক্ করছে।

হঠাৎ তীব্র টর্চ্চের আলো দেখে জন্তুটা তু'পায়ের উপর ভর দিয়ে একবার খাড়া হয়ে দাঁড়ালো—তারপর থপ্‌থপ্ করে' লাফাতে লাফাতে কল্যাণদের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

"শীগগির, পালাই চল কল্যাণ, এই রাক্ষুসে জন্তুর পাল্লায় পড়লে আর রক্ষা থাকবে না কিন্তু।" রুদ্ধ নিশ্বাসে তপন বলে উঠ্‌ল।

"পালাবে কি করে তপন, আমাদের এরোপ্লেনের পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে,—তেল ভরতে ভরতে, ও আমাদের ধরে ফেলবে। শীগ্‌গির তোমার পিস্তলটা হাতে নিয়ে প্রস্তুত হও। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট গোলা বারুদ আছে, সহজে আমাদের ও কিছু করতে পারবে না।" এই বলে কল্যাণ তার টোটা ভরা পিস্তলটা জন্তুটার দিকে তাগ্‌ করল।

থপ্‌ থপ্‌ করতে করতে জন্তুটা এগিয়ে আস্‌ছে। সামনের পা দুটো ক্যাঙারুর পায়ের মত ছোট, কিন্তু নোখগুলো অতি ভয়ানক। পিছনের পা দুটো অসম্ভব দীর্ঘ। এক একবার হাঁ করছে আর মূলোর মত শাদা শাদা ধারালো দাঁতগুলো ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠ্‌ছে।

"গুলি চালাব কল্যাণ্‌?" বিচলিত কণ্ঠে তপন প্রশ্ন করল।

"আর একটু কাছে আসুক। গুলি চালাবে ঠিক কণ্ঠার কাছে, শরীরের অন্য জায়গায় গুলি লাগ্‌লে ওর বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। দেখ্‌তে পাচ্ছনা সমস্ত শরীরটা ওর কি রকম কঠিন আঁশে ছাওয়া। গুলি পিছলে যাবে।—এইবার চালাও গুলি তপন—কাছে এসে পড়েছে জানোয়ারটা, ঠিক চোয়ালের নীচে কণ্ঠা লক্ষ্য করে গুলি চালাও", কল্যাণ বলে উঠ্‌ল।

—"দুরুম্‌—দুরুম্‌"—

এক সঙ্গে দু জনে গুলি চালাল জন্তুটার গলা টিপ্‌ করে'। কল্যাণের অব্যর্থ সন্ধান। তার গুলি গিয়ে লাগল ঠিক চোয়ালটার নীচে,—কিন্তু তপনের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হোলো।

"আবার গুলি চালাও তপন, থেমোনা, যতক্ষণ পর্যান্ত জন্তুটা ঘায়েল

না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত গুলি চালাও, আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট টোটা আছে : ফুরিয়ে যাবার ভয় নাই।"

কল্যাণের প্রথম গুলিটা গিয়ে চোয়ালের নীচে লাগ্‌তেই জন্তুটা থমকে থেমে গেল। এভাবে যে সে আক্রান্ত হবে তা সে প্রথম যেন বুঝতেই পারে নাই।

আবার কল্যাণ গুলি ছুঁড়লো, এবার সেটা গিয়ে লাগল জন্তুটার কাঁধের এক পাশে, কাঁধের উপর মোটা আঁশের উপর পড়ে গুলিটা পিছলে বেরিয়ে গেল।

"থাম্‌লে কেন তপন, গুলি চালাও, ঐ ত্থাখো জানোয়ারটা কী ভীষণ বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে।"

"সর্ব্বনাশ কল্যাণ, শীগ্‌গির ছুটে পালাই চল, ঐ ত্থাখো ঐ রকম আরো জন্তু দল বেঁধে আমাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে।"

তপনের কথা শুনে কল্যাণ চেয়ে দেখলো অন্ধকার বন ভেদ করে ঐ রকম অতিকায় ডাইনোসরসেরা দল বেঁধে তাদের দিকে তেড়ে আস্‌ছে।

কল্যাণ বুঝ্‌ল এখন আর গুলিতে শানাবে না। একমাত্র উপায় এখন কোনো রকমে লুকিয়ে আত্মগোপন করা।

—"চল, শীগ্‌গির পালাই তপন, ঐ যে সামনে একটা ফাঁকা মাঠের মত দেখা যাচ্ছে, ঐ দিকেই এখন ছুট্ দেওয়া যাক্।"

কল্যাণ আর তপন আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগ্‌ল ফাঁকা মাঠ্‌টার মধ্যে দিয়ে।

চার

ছুটতে ছুটতে দু' জনে অনেক দূর চলে এসেছে। সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে জীবগুলো তাদের আর নাগাল পায় নাই। ওদের পাল্লায় পড়লেই হয়েছিল আর কি!

হাঁপাতে হাঁপাতে তপন বল্লে, "কল্যাণ, আর এই দ্বীপে থেকে কাজ নাই, চল আমরা এরোপ্লেনটা ঠিক ক'রে রাতারাতি সরে' পড়ি। সমুদ্রের ধারে এরোপ্লেনটা পড়ে আছে, একটু বিশ্রাম ক'রে চল সেদিকে যাই, আমার কিন্তু মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে।"

কল্যাণ উত্তর দিল, "কে জান্‌তো আমরা এই অদ্ভুত দেশে এসে হাজির হব। এই সব জন্তু আদিম যুগের, এই দ্বীপটা নিশ্চয় সভ্যজগতের অজ্ঞাত, আধুনিক জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এবং এখনো অনাবিষ্কৃত। যাই হোক —যত তাড়াতাড়ি পারি আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। সেকেলে জীবজন্তু যখন আছে, তখন আদিম মানুষও যে এখানে বাস করে না— তাই বা কে বল্‌তে পারে।"

তপন বল্লে, "যখন প্রথম আমরা এই দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসি, তখন সেই ভয়ঙ্কর পাখীগুলির মূর্ত্তি দেখেই আমার মনে হয়েছিল আমরা কোনো এক অদ্ভুত দেশের কাছে এসে পড়েছি।"

—"ঐ পাখীগুলিও আদিমযুগের। ঐ ধরণের পাখী আজকালকার দিনে আর দেখা যায় না। যাই হোক্—আর এখানে থেকে কাজ নাই। একটু অপেক্ষা কর এখুনি চাঁদ উঠবে, সেই চাঁদের আলোতে আমরা সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে এরোপ্লেনটার দিকে যাব। আজ রাতেই আমাদের উড়ে পালাতে হবে।"

কল্যাণের কথা শুনে তপন বল্লে, "কি করে বুঝলে কল্যাণ—এখুনি চাঁদ উঠবে !

—"পরশু দিন পূর্ণিমা গেছে—মনে নাই তপন ! আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলোয় পথ চল্‌তে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না।"

কল্যাণের অনুমানই ঠিক, ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে আসছে—সমুদ্রের কালো জল হয়ে আসছে রূপালী, দিগন্তের কোলে ঝিল্‌মিল্ করছে স্নিগ্ধ আলোর ধারা।

—"ঐ যে চাঁদ উঠছে কল্যাণ, ঐ ছাখো সমুদ্রের জল কেমন ঝল্‌মল্ করছে, জলের ধারের বালুকণাগুলি কেমন চিক্‌মিক্ করছে, অন্ধকার বনের গাছপালাগুলি কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠছে—"এই পর্য্যন্ত বলেই তপন একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল।

"কি ব্যাপার তপন !!" বিস্ময়ের সুরে কল্যাণ প্রশ্ন করল।

মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে তপন আঙুল দিয়ে বনের দিকে কি জানি ইঙ্গিত ক'রে দেখালো আর সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌তে লাগলো সমুদ্রের ধার দিয়ে।

কল্যাণ যে দৃশ্য দেখল—তাতে দুর্ব্বল মানুষ হলে তখনি অজ্ঞান হয়ে যেত, কিন্তু কল্যাণ ও তপন দু'জনেই অসম সাহসী বলে জ্ঞান হারালো না, প্রাণপণে ছুটে চল্ল ঊর্দ্ধশ্বাসে।

মনে হোলো যেন একটা বিরাট পাহাড় শুঁড় নাড়তে নাড়তে তাদের দিকে ছুটে আসছে। নিশ্চয়ই হাতী, বাপরে কি ভয়ঙ্কর অতিকায় চেহারা। আধুনিক যুগের হাতী এই জন্তুটার কাছে যেন সামান্য ইঁদুর মাত্র।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে তপন বল্লে. "কল্যাণ, আজ আর বুঝি রক্ষা নাই, এক্ষুনি

ঐ রাক্ষুসে জীবটা আমাদের ধরে ফেলবে, ঐ গ্যাখো কি রকম বেগে ও আমাদের তাড়া করেছে। চালাব গুলি ?"

—"না না, তপন, গুলি চালিয়ে ওর কিছুই ক্ষতি করা যাবে না— বরং উল্টে ওকে চটিয়ে দেওয়া হবে, কোনো ঝোপ ঝাপের আড়ালে এখন আমাদের লুকিয়ে পড়া দরকার—না হলে আর কোন উপায় দেখছি না।"

কল্যাণের কথা শুনে তপন বল্লে, "ঐ যে কিছু দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চল তাড়াতাড়ি ওর আড়ালে আমরা লুকিয়ে পড়ি।"

—"তাড়াতাড়ি চল তপন, জানোয়ারটা আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে, ঐ শোনো তার বিকট হুঙ্কার।"

জানোয়ারটা ছুটছে আর মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ করছে। সেই প্রাণ কাঁপানো গর্জ্জনে, সমস্ত দ্বীপটা যেন থরথর ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠছে

—"আর বুঝি রক্ষা নাই কল্যাণ,—ঐ গ্যাখো ঢালু মাঠটা দিয়ে কি রকম ঝড়ের গতিতে—"

তপনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে কল্যাণ চীৎকার করে উঠল— "তপন, তপন, সত্যিই আর রক্ষা নাই, ঐ গ্যাখো আর এক দিয়ে ছুটে আসছে সেই ডাইনোসরসের দল, ঐ যে আগে আগে সেই আহত জীবটা, হয়তো প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"এখন উপায় !" বিচলিত গলায় তপন প্রশ্ন করল।

—"একমাত্র উপায় হচ্ছে সমুদ্রের ধারে ঐ যে বড় বড় মনসা গাছের ঝোপ দেখা যাচ্ছে, ওর আড়ালে লুকিয়ে পড়া। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই।"

পাঁচ

বালুর চড়া ভেদ ক'রে উঠেছে বড় বড় ফণি-মনসা গাছের ঝাড়। সুদীর্ঘ চ্যাটালো পাতা ঘন সমাচ্ছন্ন। কল্যাণ আর তপন উপায়ান্তর না দেখে ছুট্তে ছুট্তে এসে হাজির হোলো সেই মনসাগাছের ঝাড়ের কাছে।

'লম্বা হয়ে শুয়ে পড় তপন এই গাছগুলোর আড়ালে।' কল্যাণ বলে উঠল।

কল্যাণ আর তপন দু'জনেই সেই গাছের ঝাড়ের আড়ে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বালুর চড়ায়।

ঢল্‌ঢলে চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়ে। বড় সুন্দর জ্যোৎস্না ঠিক্‌রে পড়েছে চারিধারে। আশে পাশে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

তপন ফিস ফিস ক'রে বল্লে, "ভাগ্যিস মনসা গাছের ঝাড়গুলো ছিল, নইলে হয়েছিল আর কি!"

পাতার ফাঁক দিয়ে কল্যাণ লক্ষ্য করছিল সেই জন্তুগুলোর গতিবিধি।

রাক্ষুসে হাতীটা ঝড়ের মত তাদের দিকে তেড়ে আসছিল কিন্তু গোল বাধালো ঐ ডাইনোসরসগুলি। জানোয়ারগুলিকে দেখে হাতীটা থম্‌কে থেমে গেল, নিশ্চয় বোধ হয় ভয় পেয়েছে!

কল্যাণ চাপা গলায় বল্লে, "ঐ দ্যাখো তপন, হাতীটা ল্যাজ উঁচু করে কেমন ছুটে পালাচ্ছে—তাকে তাড়া করেছে ঐ জন্তুর পাল।"

এই দৃশ্য দেখে তপন যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হোলো। খুসী গলায় বল্লে, "যাক্ বরাৎ জোরে আজ খুব বাঁচা গেছে।"

কল্যাণ বালুর চড়ায় উঠে বসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে, "হাঁ, এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম সত্য কিন্তু আবার কোন্ বিপদের সম্মুখীন হতে

হয় কে জানে। এই রাক্ষুসে দ্বীপে আমাদের মত নিরীহ প্রাণীদের জীবন সংশয় প্রতি পদে পদে।"

—"চল, তাড়াতাড়ি এরোপ্লেনটার খোঁজ করা যাক। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।"

"দেখছ তপন, এখানকার গাছপালাগুলোও কেমন অদ্ভুত ধরণের—পাতাগুলো কি রকম অসম্ভব পুরু আর দীর্ঘ। একটা গাছও আমাদের পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না—এই ফণি-মনসা গাছগুলোকে লক্ষ্য করে' ছাখো, কি অদ্ভুত ধরণের পাতা এগুলোর—"

হঠাৎ তপন আর্ত্তনাদ করে' উঠতেই কল্যাণ সভয়ে জিজ্ঞাসা করে' উঠল—"কি ব্যাপার তপন, আবার কিছু ভয়াবহ জন্তু নজরে পড়ল নাকি!"

—"ঐ ছাখো, সমুদ্রের ধারে বালুর চড়ার উপর—" আতঙ্কিত কণ্ঠে তপন বলে উঠল।

—"সর্ব্বনাশ, ওগুলো আবার কি! কতগুলো কালো হাঁড়ি গুড়ি গুড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে যে, এ যে ভূতুড়ে ব্যাপার তপন?"

কল্যাণ আর তপন দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গেছে এই দৃশ্য দেখে। সমুদ্রের জল থেকে উঠে অগুনতি সব কালো হাঁড়ি পিল পিল করে' তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

একটা হাঁড়ি অনেকখানি এগিয়ে এসেছিল। কল্যাণ চালালো তার পিস্তলের গুলি সেটাকে লক্ষ্য করে'।

পিস্তলের শব্দে চারিদিক থর্থরিয়ে কেঁপে উঠল। সাম্নের হাঁড়িটা গুলিবিদ্ধ হয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল—আর অন্যান্য হাঁড়িগুলি আবার তর্তর্ করে পিছন হটে সমুদ্রের জলে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"—দাঁড়াও, ব্যাপারটা কি একবার বুঝতে হবে"—এই বলে কল্যাণ টর্চ্চের আলো ফেল্‌তে ফেল্‌তে সেই গুলিবিদ্ধ হাঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর ভালো করে' জিনিষটাকে পরীক্ষা করে' বলে উঠল "তপন, শীগ্‌গির দেখবে এসো কত বড় এক কাঁকড়াকে ঘায়েল করেছি।"

"এ্যাঁ কাক্‌ড়া!!" তপনের আর বিস্ময়ের শেষ নাই, "তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছ কল্যাণ, আমার মনে হয় ওগুলো কচ্ছপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাঁকড়া কখনো অত বড় হতে পারে না।"

এই বল্‌তে বল্‌তে তপন কল্যাণের কাছে এসে হাজির হোলো।

—"না হে কচ্ছপ নয়, কাঁকড়া, এই ছাখো শাঁড়াসীর মত দুটো দাঁড়া, কচ্ছপের কখনো দাঁড়া হয় নাকি!"—কল্যাণ বল্লে।

টর্চ্চের আলোতে ভালো করে' লক্ষ্য করে' তপন দেখলে প্রকাণ্ড এক কাঁকড়া পড়ে আছে তার সাম্‌নে। কল্যাণের পিস্তলের গুলির আঘাতে তার পিঠটা ফুটো হয়ে গেছে,—আর সেই আহত স্থান থেকে প্রচুর রক্তের স্রোত বের হয়ে আশে পাশের সাদা বালুরাশিকে লালে লাল করে ফেলছে।

"ভাগ্যিস্ তুমি বুদ্ধি করে গুলি করেছিলে কল্যাণ, নইলে এই রাক্ষুসে কাঁকড়ার দল এক্ষুনি এসে আমাদের আক্রমণ করত। তোমার গুলির শব্দে ভয় পেয়ে অন্যগুলি সব পালিয়েছে।" তপন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে।

"এইবার চল তপন এরোপ্লেনটার সন্ধানে। আজকে রাত্রেই আমাদের এই রাক্ষুসে দ্বীপ ছাড়তে হবে। আর ভোরের অপেক্ষা কর্‌লে চল্‌বে না।"

এই বলে কল্যাণ বালুর চড়া দিয়ে হাঁট্‌তে স্থুরু করল, তার পিছনে পিছনে চল্ল তপন।

ছয়

কল্যাণদের ধারণা সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর গেলেই তারা তাদের এরোপ্লেনের দেখা পাবে। এরোপ্লেন ছেড়ে তারা খুব বেশী দূরে এসে পড়ে নাই।

ঢলঢলে চাঁদের জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝল্‌মল্ করছে। শাদা বালুর চড়ায় কালো কালো ছায়া ফেলে দু'জনে চলেছে এক মনে, পথ দেখতে কিছুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না। সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কোনো শব্দই কানে এসে পৌঁছাচ্ছে না।

পথ চলতে চলতে তপন বল্লে, "আমরা তো অনেকটা পথ এসে পড়েছি, কিন্তু কৈ আমাদের এরোপ্লেনটা ?"

কল্যাণ উত্তর দিল, "এখনো আমরা ঠিক জায়গায় আসিনি। তুমি লক্ষ্য করনি তপন, আমরা সমুদ্রের ঠিক যে জায়গায় এসে নামি সেখানে একটা ন্যাড়া তালগাছ ছিল।"

—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে। কিন্তু তালগাছ বলছ সেটাকে তুমি কোন্ হিসাবে। অত মোটা গুঁড়িওলা তালগাছ আবার হয় নাকি!" তপন বল্লে।

—"তালগাছ ছাড়া ওটাকে আর কি বলব। এদেশের জীবজন্তু গাছপালা সবই তো দেখতে পাচ্ছ অদ্ভুত ধরণের। ওটাকেও ধরে' নেওয়া যেতে পারে একরকম তালগাছ। ঐ যে দূরে ক্ষীণ আলোতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ঐ নেড়া তালগাছটার মাথা—আমরা প্রায় এসে পড়েছি।" উৎসাহের সঙ্গে কল্যাণ বলে উঠল।

"ঐ যে আমিও দেখতে পেয়েছি,—চল কল্যাণ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে—" এই বলে তপন জোরে জোরে হেঁটে চলতে লাগ্‌ল।

সমুদ্রের জল বেলা-ভূমিতে আছড়ে পড়ছে—গম্ভীর গর্জ্জনে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তীরের উপর দুরন্ত শিশুর মত, আবার ফিরে চলে যাচ্ছে খিল খিল করে' হাসতে হাসতে। এ খেলার যেন আর শেষ নাই। ঢেউ-শিশুর এই দুরন্তপনা অম্লান বদনে সহ্য করছে মাটি-মা।

আরো কিছু দূরে এগিয়ে এসে কল্যাণ বল্লে, "গ্যাখো গ্যাখো তপন—দ্বীপটা এই দিকে কেমন ঘুরে গেছে। এই বাঁকের মুখেই—ঐ ন্যাড়া তালগাছটা—কিন্তু—"

—"কিন্তু আবার কি কল্যাণ!" বিস্ময়ের সুরে তপন বল্লে, "ঐ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাছটাকে, আমরা তো কাছে এসে পড়েছি, আর চিন্তার কারণ কি?"

—"গাছটার কাছে যে এসে পড়েছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কৈ আমাদের এরোপ্লেন!" চিন্তিত হয়ে কল্যাণ বল্লে।

—"সর্ব্বনাশ, কোথায় গেল আমাদের এরোপ্লেন"—তপনের গলার স্বর কেঁপে উঠ্‌ল।

তালগাছটার কাছে গিয়ে কল্যাণ আর তপন তন্ন তন্ন করে চারিধার খুঁজ্‌ল—কিন্তু এরোপ্লেনের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ভয়ে তপনের প্রাণ উড়ে গেছে। কল্যাণও বিচলিত হয়েছে যথেষ্ট কিন্তু একেবারে আশা ছেড়ে দেয় নাই।

—"এখন উপায় কল্যাণ, তবে কি এই রাক্ষুসে দ্বীপে আমাদের চির

নির্ব্বাসিত হয়ে থাক্‌তে হবে। হায়—হায়—হায়—” তপনের গলার স্বর বন্ধ হয়ে এলো।

—“এত অল্পেতেই ঘাব্‌ড়ে গেলে চলবে না তপন,—” উৎসাহ দিয়ে কল্যাণ বল্লে, “এরোপ্লেনটা নিশ্চয়ই নিজে নিজে উড়ে যায় নাই, হয়তো—”

কল্যাণের কথায় বাধা দিয়ে তপন বল্লে, “আমার বিশ্বাস এখানে এমন কোনো লোক আছে, এরোপ্লেন চালাতে পারে। আমাদের এরোপ্লেনটাকে সে-ই উড়িয়ে নিয়ে গেছে।”

—“অসম্ভব, আকাশে এরোপ্লেন উড়লে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম—শব্দ শুনতে পেতাম। আমার অন্য ধারণা হচ্ছে।” কল্যাণ বল্লে।

—“কি,—কি ধারণা কল্যাণ!” গভীর কৌতূহলের সঙ্গে তপন প্রশ্ন করল।

—“আমার ধারণা—আমরা ঠিক জায়গায় আসি নাই। এই রকম ন্যাড়া তালগাছ হয়তো আরো আছে,—আমরা হয়তো ভুল স্থানে এসে এরোপ্লেনটার খোঁজ করছি।”

নতুন উৎসাহে তপন যেন চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল—“তা হতে পারে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আমরা ভুল জায়গায় এসে এরোপ্লেনের খোঁজ করছি। এই রকম ন্যাড়া তালগাছ নিশ্চয় আরো আছে, চল তাড়াতাড়ি খোঁজ করি। শরীরটা বড়—”

তপনের কথায় বাধা দিয়ে কল্যাণ বল্লে, “চুপ চুপ তপন, ঐ শোনো কিসের কোলাহল ভেসে আসছে মৃদু বাতাসে।”

—“ও তো সমুদ্রের গর্জ্জন”—তপন বল্লে।
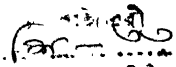
—“না—না, সমুদ্র-গর্জ্জন নয়, ভালো করে শোনো—মানুষের গলার

স্বর,—এক সঙ্গে যেন অনেক লোক কোলাহল করতে করতে এগিয়ে আসছে।"

তপন কান পেতে শুন্‌ল—বাস্তবিক যেন হাজার হাজার লোক বিট্‌কেল চীৎকার করতে করতে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসছে।

—"চল পালাই কল্যাণ!" শশব্যস্ত হয়ে তপন বল্লে।

—"উঁহু—পালাবার উপায় নাই, পালাতে গেলে ধরা পড়ে যাব, তার চেয়ে এক কাজ করি এসো—সামনের ঐ ঝাঁক্‌ড়া গাছটাতে উঠে পড়া যাক্—আপাততঃ।"

সাত

মস্ত একটা ঝাঁক্ড়া গাছ, দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের অশ্বত্থ গাছের মত। কিন্তু পাতাগুলো কচু পাতার মত বড় বড়।

উঁচু ডাল থেকে একটা লম্বা ঝুরি নীচ পর্য্যন্ত ঝুলছিল। কল্যাণ আর তপন সেই ঝুরি বেয়ে বেয়ে গাছের উপর পাতার আড়ালে উঠে বস্‌ল।

জনতার কোলাহল ক্রমেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গহন বনের ভিতর থেকে ছায়ামূর্ত্তির মত কারা যেন সব সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসছে!

তপন ফিস্ ফিস্ করে' চাপা গলায় বল্লে, "ঐ ছাখো কল্যাণ—দৈত্য দানবের মত শত শত মূর্ত্তি, ওঃ কী বিকট চেহারা, এইবার চাঁদের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওদের,—আরে, মানুষের মত দেহ অথচ গরিলার মত মুখ"—তপনের আর বিস্ময়ের অন্ত নাই।

নিবিড় ভাবে ঐ মূর্ত্তিগুলিকে এতক্ষণ কল্যাণ লক্ষ্য করছিল, এইবার বল্লে, "যা ভেবেছি তাই, ওরা সব আদিম যুগের মানুষ। ভালো করে' লক্ষ্য করে' ছাখো তপন—পরণে ওদের সব জন্তুর চামড়া আর গাছের ছাল।"

—"তোমার কথাই ঠিক কল্যাণ, আমরা নিশ্চয়ই কোনো আদিম দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছি। চার পাঁচ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে যে সব জীব জন্তু গাছপালার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, আমরা এই দ্বীপে এসে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাচ্ছি। ছাখো ছাখো কল্যাণ, ওদের হাতে কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র-শস্ত্র।"

—"ও সব পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র। ওরা নিশ্চয় ধাতুর ব্যবহার জানে না।" কল্যাণ বল্লে।

লোকগুলি চীৎকার করতে করতে সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হোলো, তারপর সবাই গোল হয়ে বসে পড়ল বালুর চড়ায়। তাদের মধ্যে একজন দৈত্যের মত অতিকায় লোক সেই বৃত্তের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো আর চাঁদের দিকে হাত তুলে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ধেই ধেই করে' নাচ জুড়ে দিল। যারা সব গোল হয়ে ঘিরে বসেছিল তারাও নানান্ রকম বিট্‌কেল সুরে চেঁচাতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে।

"এ কি ব্যাপার কল্যাণ?" কৌতূহলের সঙ্গে তপন জিজ্ঞাসা করল।

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে যতদূর মনে হয়—ওরা আজ কোনো উৎসবে মত্ত। মাঝখানের লোকটা বোধ হয় দলের সর্দ্দার। হাত তুলে চাঁদ দেবতার পূজো করছে, বাকী লোকগুলো মন্ত্র আওড়াচ্ছে।"

কল্যাণের কথা শুনে তপন বল্লে, "আমারও তাই মনে হয়, নিশ্চয়ই ওরা আজ কোনো উৎসবে মত্ত।" এই পর্য্যন্ত বলেই তপন রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে উঠ্‌ল, "একি হোলো কল্যাণ, ওরা সব হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে কেন? এই দিকেই সব আসছে যে, সর্ব্বনাশ!"

—"আর কথা বোলো না তপন, চট্‌পট্ এই বড় বড় পাতার আড়ালে মাথা নীচু করে' চুপ করে' বসে থাক নিঃসাড় হয়ে। কিছু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে বলেই আমার মনে হয়, সহজে ভয় পাবার লোক ওরা নয়। এই দিকেই ওরা দৌড়ে আসছে।"

আর একটিও কথা নাই। জোরে নিশ্বাস পর্য্যন্ত নিতে সাহস হচ্ছে না। কল্যাণ আর তপন পাতার ফাঁক দিয়ে মিট্ মিট করে' দেখতে লাগ্‌ল নীচের দৃশ্য।

লোকগুলো আর্ত্তনাদ করে' ছুটে আসছে প্রাণপণে আর তাদের পিছনে তাড়া করেছে একদল ডাইনোসরস—সংখ্যায় অগুন্তি।

কল্যাণ তপনের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু স্বরে বল্লে, "নিশ্চয় সেই ডাইনোসরসের দল, ঐ ছ্যাখো আগে আগে ছুটে আসছে সেই আমাদের গুলিতে আহত অতিকায় জন্তুটা।"

—"তবে কি—"

তপনের কথায় বাধা দিয়ে কল্যাণ বল্লে, "হ্যাঁ—ঐ হিংস্র জন্তুর দল আমাদের খোঁজে সারা দ্বীপটা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়। ঐ যে আগে আগে আসছে সেই আহত দানবটা। ওর আক্রমণকারীকে সে খুঁজে বের করবেই—এই বোধ হয় ওর প্রতিজ্ঞা।"

কথাটা শুনে তপন শিউরে উঠ্‌ল।—"চল, আরো একটু উঁচুতে উঠে বসা যাক্, জন্তুগুলোর যে রকম লম্বা গলা—তাতে আমাদের ওরা অনায়াসে ধরে ফেলতে পারে।" এই বলে' তপন তাড়াতাড়ি গাছের আরো উপরে উঠে বসল, কল্যাণও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল।

লোকগুলি যে যেদিকে পারল ছুটে পালালো। আর একটি লোকও নজরে পড়ছে না। সেই ডাইনোসরসের দল থপ্ থপ্ করে' লাফাতে লাফাতে কল্যাণদের গাছের নীচে এসে থামলো।

আবার সেই করাত দিয়ে কাঠ-চেরার শব্দ। এক সঙ্গে যেন হাজারে হাজারে করাত চলেছে, এমনি বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ।

আতঙ্কে ভয়ে কল্যাণ আর তপনের প্রাণ উড়ে গেছে। গাছের আগডালে বসে তারা ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপতে লাগল। হায়রে—আজ আর বুঝি রক্ষা নাই।

আট

গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে অঝোর ধারে, সেই আলোতে জন্তুগুলোর চেহারা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

সেই আহত ডাইনোসরসটাই বোধ হয় দলপতি। তাকে ঘিরে অন্যান্য জন্তুগুলি বসে আছে, বোধ হয় তাকে পাহারা দিচ্ছে। দলপতি জানোয়ারটা তার লম্বা গলা আরো উঁচু করে চারিধারে তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে তার লক্‌লকে জিভ্‌ বের করছে।

কল্যাণ আর তপন দু'জনেই অসম সাহসী, কিন্তু আজ এই দৃশ্যে তাদের শরীরের রক্তও জল হবার জোগাড়।

এই রাক্ষুসে জীবগুলি তাদের উপর ভীষণ চটে আছে, তাদের দলপতির আক্রমণকারী শত্রুদের যদি একবার বাগে পায় তবে একবার দেখে নেবে! শত্রুরা যে তাদের মাথার উপরেই আত্মগোপন করে' আছে, এ খবর তারা এখনো পায় নাই।

এ ভাবে আর কতক্ষণ এরা গাছতলায় আড্ডা গেড়ে বসে থাক্‌বে। কল্যাণ আর তপন মহা ফাঁপরেই পড়ে গেছে, কোনো রকম কথাবার্ত্তা বলতেও সাহস হচ্ছে না, নড়তে চড়তে পর্য্যন্ত পারছে না—পাছে কোনো রকম শব্দ হয় বলে।

হঠাৎ তপন খুব আস্তে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্ল, "কল্যাণ, কল্যাণ, আমার নাকের ভিতর কি যেন ঢুকেছে, ভীষণ হাঁচি আসছে আমার।"

—এঁ্যা—সর্ব্বনাশ, খবরদার তপন, হেঁচে ফেল্লেই কিন্তু আমরা ঠিক

ধরা পড়ে যাব, কোনো রকমে হাঁচিটা সামলে যাও—” চাপা গলায় কল্যাণ বল্লে।

—“উহুঁ—অসম্ভব, আর পারছি না—” বলতে বলতে তপন “হাঁচ্চো” করে’ বিকট শব্দে হেঁচে ফেল্ল।

কল্যাণের হাতে টোটাভরা পিস্তলটা ছিল—সে যখন দেখ্‌ল আর আত্মগোপন করবার কোনো উপায়ই নাই, তখন তপনের হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের আওয়াজ করল।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে হঠাৎ আচম্‌কা এই আতঙ্ককর শব্দে সমস্ত দ্বীপটা যেন কেঁপে উঠ্‌ল।

জানোয়ারের দল মোটেই এ জন্যে প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ পিস্তলের শব্দে তারা সবাই চম্‌কে উঠ্‌ল। বেশ বোঝা গেল তারা ভয় পেয়েছে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ল্যাজ তুলে সেই অতিকায় জন্তুর দল খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

এ যে শাপে বর হোলো। কোথায় এক্ষুণি জানোয়ারদের হাতে ধরা পড়তে হবে—তা না হোলো উল্টো ব্যাপার।

এতক্ষণ পর যেন কল্যাণ আর তপনের ধড়ে প্রাণ এলো।

কল্যাণ হাসতে হাসতে বল্লে, “ভাগ্যিস তোমার হাঁচি পেয়েছিল তপন, নইলে কিছুতেই জন্তুগুলো গাছের তল থেকে নড়ছিল না।”

তপন বল্লে, “আমার হাঁচির শব্দে তো আর জন্তুগুলো পালায় নাই, পালিয়েছে তোমার পিস্তলের শব্দে, বাহাদুরী তোমারই।”

—“আরে, তুমি হেঁচে ফেল্লে বলেই তো পিস্তল ছোঁড়ার খেয়ালটা আমার মাথায় এলো। ধরা পড়ব নিশ্চয় জেনে আমি ঐ শেষ চালটা

চলেছি। বুদ্ধিটা এ ভাবে কাজে লেগে যাবে—আমি তা ধারণা করতে পারি নাই।” কল্যাণ বল্লে।

—“যাই হোক, বিপদ যখন আপাততঃ কেটেছে—তখন আর গাছের উপর ঝামেলা করে’ কোন কাজ নাই, চল এখন তাড়াতাড়ি নেমে পড়া যাক্। শুয়োপোকার মত কি যেন গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে—”

তপনের কথা শুনে কল্যাণ বল্লে, “হ্যাঁ, আমারও আর গাছের উপর থাকবার ইচ্ছা নাই। তবে একটু সবুর কর, জন্তুগুলো এখনো বেশী দূরে যায় নাই, দাঁড়াও আর একবার পিস্তলের শব্দ করি।”

“দাঁড়াও কল্যাণ, আমার পিস্তলেও টোটা ভরা আছে, আমরা একসঙ্গেই দু’জনে আওয়াজ করি। শব্দটা খুব জোর হবে, নাও—এক—দুই—তিন—”

“দুরু—উ—উ—ম্”—

এক সঙ্গে দুটো পিস্তলের আওয়াজ বাজের চেয়েও ভয়ঙ্কর শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল—সেই শব্দের কাছে সমুদ্রের গর্জ্জনও ম্লান মৃদু হয়ে গেল।

—“এইবার চল নামি,—ঐ যে সামনের মোটা ডালটা ধরা যাক্—” এই বলে তপন সামনের একটা মোটা ডাল ধরতে গিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল—চীৎকার করে’ বল্লে—“সর্ব্বনাশ কল্যাণ, ডালটা কাঁপছে যে, ঐ ছ্যাখো কি রকম নড়ছে, কাৎরাচ্ছে—”

—“ডাল নয় ওটা—সাপ, মস্ত সাপ, ঐ ছ্যাখো চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে’ জ্বল্‌ছে।”

তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে তপন হাত ফস্‌কে হুড়্ মুড়্ করে’ নীচে পড়ে গেল, তাকে ধরতে গিয়ে কল্যাণও হুমরি খেয়ে পড়ে গেল গাছের তলায়।

নয়

অত উঁচু থেকে পড়লে যতটা চোট লাগা দরকার সৌভাগ্যের বিষয় অতটা আঘাত কেউ-ই পায় নাই।

মাটিতে পড়েই কল্যাণ তাড়াতাড়ি ধূলো ঝেড়ে উঠে পড়ল—তপনকে সম্বোধন করে' বল্লে, "তপন, চোট লাগ্‌ল নাকি কোথাও?"

তপনও ততক্ষণ উঠে বসেছে, বল্লে, "না, চোট বিশেষ লাগেনি, তবে হাঁটু দুটো ছড়ে গেছে, উঃ—ভাগ্যিস সাপটার পাল্লায় পড়তে হয়নি।" উত্তেজনায় তখনো তপনের শরীর কাঁপছে।

—"যাক্ আর নয়, এইবার যে করেই হোক্ এই সর্ব্বনেশে দ্বীপ ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে, প্রতি পদেই দেখছি বিপদের সম্ভাবনা, দ্বীপ ভর্ত্তি সব রাক্ষুসে জীবজন্তু টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে—"

কল্যাণের কথায় বাধা দিয়ে তপন বল্লে, "আর ঐ আদিম বর্ব্বর মানুষগুলো! ওদের খপ্পরে পড়লেও কিন্তু প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মানুষ নয়তো—সাক্ষাৎ যমদূত—"

তপন উত্তর দিল, "রাত আর বেশী আছে বলে বোধ হচ্ছে না, রাতারাতি এই দ্বীপ ছাড়তে পারলে যেন বাঁচা যেত। দিনের আলো ফুটে উঠলে হয়তো আমাদের আত্মগোপন করা কঠিন হবে, এরোপ্লেনটা খুঁজে বের করতে করতে আবার কোন্ বিপদের মুখে পড়ি কে জানে!

—"চল কল্যাণ, এখনই আমরা এরোপ্লেনের খোঁজ করি, ভোরের

আলো ফুটতে—" এই পর্য্যন্ত বলেই তপন আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌ল, "শীগ্‌গির পালাও কল্যাণ যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ঐ ছাখো সেই রাক্ষুসে সাপটা সড়াৎ সড়াৎ করে' গাছের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে আসছে—"

কল্যাণ আর তপন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগ্‌ল সামনের দিকে।"

কিছু দূরে ছুটে গিয়ে কল্যাণ একবার পিছন ফিরে তাকালো, তারপর আরো দ্বিগুণ বেগে দৌড়াতে দৌড়াতে বল্লে, "জোরে ছুটে চল তপন, রাক্ষুসে জীবটা বিদ্যুৎবেগে আমাদের তাড়া করেছে—"

তপন আর ছুটতে পারছে না, শরীর তার এলিয়ে এসেছে, বুকে তার হাঁফ ধরেছে—

"আর যে পারি না কল্যাণ, এইবার বুঝি সাপের পেটেই প্রাণটা দিতে হোলো।" পরিশ্রান্ত তপন থপ্‌ করে' মাটিতে বসে পড়ল।

কল্যাণ দেখ্‌ল আর তপনকে উদ্ধারের কোনো আশা ভরসাই নাই। আতঙ্ককর সাপটা ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে আসছে হাঁ করে। ধারালো দাঁতগুলো জ্যোৎস্নার আলোতে চিক্ চিক্ করছে।

কল্যাণ মরীয়া হয়ে উঠেছে। যে করে'ই হোক তপনকে বাঁচাতে হবে। সে চীৎকার করে' বলে উঠ্‌ল, "চুপ করে' বসে থাক তপন, তোমার কোনো ভয় নাই, শুধু তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও দেখি একবার।"

কল্যাণের দু'হাতে দুটো টোটা-ভরা পিস্তল। সাপটা প্রাণ কাঁপানো হিস্ হিস্‌ শব্দ করতে করতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে,—লম্বায় পঞ্চাশ ফুটের কম হবে না। এসে পড়েছে, খুব কাছে এসে পড়েছে, প্রকাণ্ড হাঁ তার, লক্ লক্ করছে সুদীর্ঘ জিভ।

এই দৃশ্য দেখে তপনের প্রায় জ্ঞান লোপ পাবার জোগাড়। সে

দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে নিজের শেষ মুহূর্ত্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল, আশা নাই—আর আশা নাই।

—"দুরু—উ—ম্‌···দু—উ—উম্‌—" উপরি উপরি দুটো গুলি ছুটে বেরিয়ে গেল কল্যাণের হাত থেকে; সোজা গুলি দুটো গিয়ে ঢুক্‌লো সাপটার মুখের গর্ত্তের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটা বিকট একটা আওয়াজ করে' আছড়ে পড়ল মাটির উপর।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তপনের শরীরে যেন আবার নতুন শক্তি ফিরে এলো, সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে এই ভাবে রক্ষা পেয়ে তার মনে ফিরে এলো অসীম উদ্দীপনা, অপূর্ব্ব উৎসাহ।

সাপটা তখনো মাটিতে পড়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে।

কল্যাণ আবার তার মাথা লক্ষ্য করে' গুলি ছুঁড়লো। তপন উঠে এসে কল্যাণের পিঠ চাপড়ে বল্লে, "সাবাস ভাই কল্যাণ, আজকে তোমার উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসেই আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম, উঃ কী ভয়ঙ্কর সাপ।"

কল্যাণ বল্লে, "সাপটা এখনো মরেনি, তবে আর বাছাধনের উঠতে হবে না, মাথার ঘিলু থেঁত্‌লে দিয়েছি। এ-ও সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাপ।"

—"আমার পিস্তলটা দাও দেখি, ব্যাটাকে আমিও একবার ঘায়েল করি, ঐ দ্যাখো এখনো কি রকম লাল লাল চোখে তাকাচ্ছে।" এই বলে তপন কল্যাণের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে তার মাথার তালু লক্ষ্য করে' গুলি ছুঁড়লো।

সাপটার আর কোনো জীবনের সাড়া পাওয়া গেল না, পড়ে রইল নিঃসাড় নিস্তব্ধ হয়ে।

দশ

এরোপ্লেনটা খুঁজে বের করতে সারা রাত কেটে গেল, কিন্তু কই এরোপ্লেন!

পূব আকাশে লালচে আলোর ছোপ লেগেছে—সমুদ্রের নীল জল সোনালী আভায় টল্‌টল্ করছে, যেন তরল সোনা। সূর্য্য উঠতে আর বেশী দেরী নাই।

কল্যাণ হতাশ ভাবে বল্লে, "তাইতো, এ যে বড় মুস্কিলেই পড়া গেছে তপন, কোথাও তো আর এরোপ্লেনটার খোঁজ পাচ্ছি না। এই দ্বীপে দেখছি ন্যাড়া তাল গাছের অভাব নাই। কোন্ গাছের তলে যে আমরা উড়োজাহাজ থেকে নেমেছিলাম কিছুই ঠিক করতে পারছি না, এদিকে হাঁটতে হাঁটতে যে পায়ে ব্যথা ধরে গেল। ক্ষিধের চোটেও নাড়ি ভুঁড়ি চোঁ চোঁ করছে।"

তপনের মনের অবস্থা অতি শোচনীয়। এরোপ্লেনটা খুঁজে না পেয়ে চারিধার সে যেন অন্ধকার দেখছে, এই সুন্দর প্রভাতও তার কাছে মনে হচ্ছে অতি ম্লান অতি বিষণ্ণ।

—"তাইতো, এখন কি হবে কল্যাণ, আমার সন্দেহ হচ্ছে—এরোপ্লেনটাকে হয়তো ঐ আদিম মানুষগুলো দখল করে' বসেছে। নতুন জিনিষ দেখে হয়তো কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে তারা উড়োজাহাজটাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেছে।"

তপনের কথা শুনে কল্যাণ বল্লে, "তোমার কথা একেবারে অসম্ভব বলে আমি মনে করি না,' তাই যদি হয়ে থাকে তবে ঐ বর্ব্বরদের হাত থেকে

যে করে'ই হোক আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় ঐ এরোপ্লেনটাকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে মনে রেখো এই রাক্ষুসে দ্বীপে আমাদের চির নির্ব্বাসিত হয়ে থাকতে হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মৃত্যুর অপেক্ষা করতে হবে।"

বর্ব্বরদের হাত থেকে এরোপ্লেনটা উদ্ধার করা কথাটা মুখে বলতে যতটা সোজা, কাজে করতে গেলে যে কত ভয়ঙ্কর কত বিপজ্জনক তা কল্যাণ বেশ বুঝতে পারল। কিন্তু এখন দম্‌লে চলবে না, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও একবার শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করতে হবে।

তপন বল্লে, "কল্যাণ, আমরা দুজন লোক অতগুলি হিংস্র লোকের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব কেন!"

—"না পারলেও চেষ্টা করতে হবে, এ ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনো উপায় নাই। এমনি মরলেও মরব, অমনি মরলেও মরব। কাজেই এখন আর পিছ্‌পা হলে চলবে না। এরোপ্লেনটাকে আমাদের উদ্ধার করা চাই-ই, নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।"

কল্যাণের কথা শুনে তপন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "আমরা হয়তো ভুল ধারণা করছি কল্যাণ, হয়তো এরোপ্লেনটা ঠিক জায়গাতেই পড়ে আছে, আমরা ভুল পথে এসে পড়েছি।"

—"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক তপন, তোমার কথা যেন সত্য হয়—" এই পর্য্যন্ত বলেই কল্যাণ হঠাৎ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে' বল্লে, "ঐ ছ্যাখো, দূরে মনে হচ্ছে একটি লোক ভীষণ গোঙাচ্ছে: হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে, শীগ্‌গির চল কাছে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা।"

"না হে কল্যাণ, বর্ব্বরটার কাছে গিয়ে কাজ নাই, আবার কোন্

বিপদে পড়ি কে বলতে পারে, হয়তো ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেদের বিপদে পড়তে হবে। খাল কেটে কুমীর ঘরে এনে কাজ কি কল্যাণ।”

তপনের কথায় কল্যাণ কান দিল না। বিপন্ন লোককে উদ্ধার করা কল্যাণের চিরকালের স্বভাব। এতে সে বিপদ আপদ গ্রাহ্য করে না।

কল্যাণ ছুটেছে পিস্তল হাতে, তপনও চল্ল তার পিছনে।

কিছু দূরে ছুটে গিয়ে তারা দেখতে পেল একটা আদিম লোক মাটিতে পড়ে আর্ত্তনাদ করছে আর তার বুকের পর থাবা মেরে বসে আছে বাঘ নয় সিংহ নয়—অদ্ভুত এক জানোয়ার।

চালাও গুলি তপন—“জানোয়ারটার মাথা লক্ষ্য ক'রে”—কল্যাণের মুখের কথা আর হাতের গুলি এক সঙ্গে চল্ল।

তপনও গুলি ছুঁড়লো জানোয়ারটার মাথা তাগ্ ক'রে।

ভয়ঙ্কর শব্দে আবার আকাশ বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল, দুটো গুলি পর পর গিয়ে জানোয়ারটার মাথায় আর মুখে বিদ্ধ হোলো। লোকটাকে ছেড়ে আহত জানোয়ারটা বিকট হুঙ্কার করতে করতে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা উঠল, কল্যাণ আর তপনের দিকে একবার ফিরে চাইল; তারপর হাত তুলে একবার “গুংগা” বলে বনের দিকে চলে গেল।

“গুংগা আবার কি জিনিষ কল্যাণ!” তপন প্রশ্ন করল।

“হয়তো ওদের ভাষা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে গেল আমাদের।” কল্যাণ উত্তর দিল।

এগারো

—"এখন কি কর্ত্তব্য ?" তপন উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল।

—"প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য এই দ্বীপ ছেড়ে সরে' পড়া, কিন্তু এরোপ্লেনটা ছাড়া আর কোনো উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না এই রাক্ষুসে দ্বীপ ছাড়বার। হঠাৎ যে সমুদ্র পথে কোনো জাহাজ আমাদের নজরে পড়বে তার সম্ভাবনাও অতি কম। এই সব অজানা অনাবিষ্কৃত স্থানে জাহাজ যাতায়াত করে না।" কল্যাণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে।

দু'জনে তন্ন তন্ন ক'রে দ্বীপের চারিধার খুঁজেছে, কিন্তু এরোপ্লেনটার খোঁজ কোথাও পাওয়া গেল না। এদিকে সঙ্গে যে কয়েকটি পিস্তলের টোটা সম্বল ছিল তাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

এর পর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে এই বিপদ সঙ্কুল রাক্ষুসে-দ্বীপে অতি অসহায় ভাবে তাদের দিন কাটাতে হবে।

পথ চলতে চলতে তারা একটা খালের কাছে উপস্থিত হোলো।

তপন বল্লে, "বড় ক্ষিধে পেয়েছে কল্যাণ, পিপাসাতেও বুক ফেটে যাচ্ছে। এরোপ্লেনটার মধ্যে প্রচুর রুটি মাখন জেলী ছিল, হায় হায়— দুরদৃষ্ট বশতঃ সব আমাদের হারাতে হোলো। শেষকালে দেখছি অনাহারেই শুকিয়ে মরতে হবে।"

কল্যাণ বল্লে, "তপন, ঐ ছ্যাখো খালটার ধারে বড় বড় গাছগুলিতে কাঁঠালের মত কি যেন সব ফল ঝুলছে, আমার মনে হয় ওগুলি হয়তো খাওয়া যেতে পারে।"

—"দেখতে কাঁঠালের মত কিন্তু আকারে তার চেয়েও অনেক বড়। বিষফল নয়তো ওগুলি ?"

তপনের কথা শুনে কল্যাণ বল্লে, "বিষফল হোক আর অমৃত ফলই হোক—আমাদের একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। বাস্তবিক ফলগুলি যদি খাবার উপযুক্ত হয় তবে এক বিষয়ে আপাততঃ আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

অনেকগুলি ফল নীচের দিকে ঝুলছিল। কল্যাণ আর তপন অনায়াসেই একটা ফল পেড়ে ফেল্ল। উঃ, কী ভারী, ফলটা পাড়া মাত্র দু'জনের হাত ফস্‌কে সেটা মাটিতে পড়ে ফেটে গেল।

—"ভালোই হয়েছে তপন, ফলটা মাটিতে পড়ে ফেটে গেছে। ঐ ছাখো হলদে হলদে সব কোয়া বেরিয়ে পড়েছে, কী মিষ্টি গন্ধ!" এই বলেই কল্যাণ একটা কোয়া নিয়ে মুখে পুরে দিল।

"আরে, এ যে আমাদের দেশের কাঁঠালের চেয়েও সুস্বাদু"—কল্যাণ টপাটপ্‌ কোয়াগুলি গিল্‌তে লাগ্‌ল পেটুকের মত, তার সঙ্গে তপনও যোগ দিল।

—"আঃ বাঁচা গেল ভাই কল্যাণ, শরীরে মনে যেন আবার নতুন শক্তি আর উৎসাহ ফিরে পেলাম। এস, এইবার এই খালের জল খাওয়া যাক্‌।"

অঞ্জলি ভরে' দু'জনে খালের জল খেল। আঃ কি আরাম।

—"যাক্‌, খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এই ফল যথেষ্টই এই দ্বীপে পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, এই দ্বীপের অধিবাসীরা এই ফল খেয়েই জীবন ধারণ করে।"

তপন কল্যাণের কথার কি যেন একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কল্যাণ আবার বলে উঠ্‌ল—"সর্ব্বনাশ, ঐ ছাখো একদল রাক্ষুসে পাখী উড়ে আসছে আমাদের দিকে।"

—"হ্যাঁ, তাইতো, এই দ্বীপে আসবার সময় সর্ব্বপ্রথম আমরা এই

রকম পাখীর দেখা পেয়েছিলাম, কী ভয়ঙ্কর ঠোঁট আর নোখ্ ওদের। আমাদের তাড়া করে আসছে নাকি !”

তপনের কথায় কল্যাণ বল্লে, “সব ফলটুকু আমরা খেতে পারি নাই, খানিকটা অবশিষ্ট পড়ে’ আছে। আমার বোধ হচ্ছে, ফলের বাকী অংশটুকু খাবার লোভে পাখীগুলো উড়ে আসছে। যাই হোক্, চল ঐ ঝোপটার পাশে গিয়ে লুকাই।”

—“ছুঁড়বো একটা গুলি !”

—“না না তপন, এভাবে অনর্থক আর গুলি নষ্ট কোরো না। আমাদের সঙ্গের টোটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, শীগগির এসো এই ঝোপের আড়ালে, পাখীগুলি বেগে ছুটে আসছে।”

একটা ঝাঁকড়া ঝোপের নীচে গিয়ে কল্যাণ আর তপন আশ্রয় নিল।

কল্যাণের আন্দাজই ঠিক। পাখীগুলি উড়ে এসে সেই অবশিষ্ট ফলটার উপর বসে কাড়াকাড়ি মারামারি জুড়ে দিল।

পাখীগুলি ঈগল জাতীয়, কিন্তু আকারে অনেক বড়। গায়ের রং কুচ্‌কুচে কালো দাঁড়কাকের মত, বাদুড়ের মত অদ্ভুত ধরণের ডানা। ঠোঁট আর নখগুলি অসম্ভব তীক্ষ্ণ।

দু’জনে ঝোপের আড়ালে বসে এক মনে পাখীগুলিকে লক্ষ্য করছিল, এমন সময় ঘট্‌ল এক অদ্ভুত কাণ্ড।

হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বিরাট এক জানোয়ার দেখতে শুয়োরের মত অথচ মাথায় দুটো খাঁড়ার মত সিং—তেড়ে গেল পাখীগুলির দিকে। পাখীগুলি কোলাহল করতে করতে উড়ে পালালো আর জানোয়ারটা সেই ফলের অংশটা দখল করে বসে বেশ আনন্দে ফলার জুড়ে দিল।

কল্যাণ বল্লে, “চল তপন, এইবার পালাই।”

বারো

আরো তিন চার দিন কেটে গেল এই রাক্ষুসে দ্বীপে। কল্যাণ আর তপন এরোপ্লেনটার সম্বন্ধে একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছে। কি ক'রে যে এই ভয়ঙ্কর দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে—তাই ভেবে দু'জনে পাগল হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে যে কয়টি টোটা ছিল তাও নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে, শুধু তাই নয় তপনের পিস্তলটিও খোওয়া গেছে এর মধ্যে। সম্বলের মধ্যে এখন আছে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি। এই উপস্থিত বুদ্ধির জোরেই তারা এই কয়দিন বেঁচে আছে, কিন্তু এ ভাবে আর কতদিন বেঁচে থাক্‌বে কে বলতে পারে।

সমুদ্রের উপকূল ছেড়ে তারা দ্বীপের মধ্যে দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তপন মুষ্‌ড়ে পড়লে কল্যাণ ভরসা দেয়, কল্যাণ অস্থির হয়ে পড়লে তপন তাকে উৎসাহের বাণী শোনায়।

সেই কাঁঠাল জাতীয় ফলই তাদের এখন একমাত্র খাদ্য, এই খেয়েই তারা কোনো রকমে টিঁকে আছে

পথ চলতে চলতে তপন বল্লে, "আচ্ছা কল্যাণ এ কয়দিন তো প্রায় সারা দ্বীপময় ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু কই, সেই আদিম অধিবাসীদের আস্তানার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তো যে দিকেই যাই, খালি বন জঙ্গল, আর অদ্ভুত অদ্ভুত সব জন্তু জানোয়ারের দেখা পাই, কিন্তু কোনো লোকের দেখাতো পাচ্ছি না।"

—"আমিও তাই ভাবছি তপন, সেদিন এতগুলো লোক দেখলাম, তারা কি সব ছায়াবাজীর মত শূন্যে মিলিয়ে গেল নাকি!" এই পর্য্যন্ত বলেই কল্যাণ দূরের দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠ্‌ল, "ঐ ছ্যাখো, ঐ ছোট পাহাড়গুলোর ধারে ধোঁয়া উড়ছে।"

—"তাইতো কল্যাণ, সত্যিই ধোঁয়া উড়ছে যে—তবে নিশ্চয় ওখানে আদিম অধিবাসীরা বাস করে, চল আমরা খোঁজ করি।" তপন বল্লে।

—"আমাদের খুব গোপনে লক্ষ্য করতে হবে ওদের আচার ব্যবহার,—কি জানি—লোকগুলির স্বভাব-প্রকৃতি কি রকম আমাদের জানা নাই, আমরা আমাদের এরোপ্লেনের খোঁজও ওদের কাছে পেতে পারি। খুব সাবধানে এসো পা টিপে—"

কল্যাণের মুখের কথা আর শেষ হোলো না, তপনও অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। দু'জন দানবের মত লোক হঠাৎ অতর্কিতে পিছন দিক থেকে এসে তাদের উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল।

'কল্যাণ আর তপন নির্ব্বাক হতভম্ব। এই রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আতঙ্কে ভয়ে তাদের শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেছে।

নর-পিশাচ দুটো একবার বিদ্‌ঘুটে অট্টহাসি হেসে উঠ্‌ল, তারপর দু'জনে বজ্রমুষ্টিতে কল্যাণ আর তপনের ঘাড় ধরে' ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চল্ল সেই পাহাড়গুলোর দিকে।

কল্যাণ আর তপনের মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নিরস্ত্র অসহায় দুর্ব্বল তারা। নিজেদের শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করতে করতে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে এগিয়ে চল্ল ধাক্কা খেতে খেতে।

অস্ফুট স্বরে তপন একবার প্রশ্ন করল, "কল্যাণ, কি অপরাধ আমাদের—!"

ক্ষীণ স্বরে জবাব এলো, "তা তো জানি না ভাই, কি আমাদের অপরাধ, কি আমাদের শাস্তি কিছুই আমার ধারণা নাই।"

—"এখন উপায় ?" আরো ক্ষীণ স্বরে তপন প্রশ্ন করল।

ক্ষীণতর গলায় উত্তর এলো কল্যাণের কাছ থেকে—"কোনো উপায় নাই ভাই। মৃত্যু বরণ করা ছাড়া।" কল্যাণ আর কোনো কথা বলতে পারল না, মনে হোলো ভিতর থেকে কে যেন তার জিভ টেনে ধরেছে।

তেরো

বন্দী অবস্থায় কল্যাণ আর তপন সেই ছোট ছোট পাহাড়গুলির' কাছে এসে হাজির হোলো। পাহাড়গুলির ধারে ধারে বড় বড় সব গর্ত্ত। দুই একটা গর্ত্তের ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে।

কল্যাণ আর তপন আন্দাজে বুঝল ঐ গর্ত্তগুলিই হচ্ছে বর্ব্বরগুলির আস্তানা। জন্তু জানোয়ারের ভয়ে তারা নিশ্চয়ই মাটির তলায় বাস করে।

বর্ব্বর লোক দুটো একটা গর্ত্তের মুখের কাছে গিয়ে অদ্ভুত এক রকম আওয়াজ করল। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো একটি বেঁটে কদাকার লোক, সমস্ত গায়ে লোম, দেখতে অনেকটা বনমানুষের মত।

কল্যাণ আর তপনকে দেখে লোকটা সেই দুষমন দুটোকে কি যেন প্রশ্ন করল, তারপর টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে চল্ল গর্ত্তের ভিতর।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে মাটির নীচে পাতালের দিকে চলে গেছে। দু'জনের হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে লোকটা ক্রমেই নীচের দিকে যেতে লাগ্‌ল।

কল্যাণ স্তব্ধ, তপনের মুখে কোনো কথা নাই. তারা জীবন্মৃতের মত টলতে টলতে নীচে নেমে চলেছে পাতালের দিকে। অন্ধকার ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।

অনেকখানি নীচে নামবার পর একটা সমতল জায়গায় এসে তারা হাজির হোলো, মনে হোলো এখানে যেন কিছু কিছু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ফুর্ ফুর্ ক'রে হাওয়াও যেন কোথা থেকে ভিতরে প্রবেশ করছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে কল্যাণ দেখ্‌ল—আর একটা সুড়ঙ্গের মুখ এই জায়গায় এসে মিশেছে, তার ভিতর দিয়ে আলো আর হাওয়া ভিতরে এসে ঢুক্‌ছে।

যে জায়গাটায় এসে তারা দাঁড়ালো তার ঠিক সামনেই একটা গভীর গর্ত্ত। গর্ত্তটা এতক্ষণ কল্যাণ কিম্বা তপনের নজরে পড়ে নাই। ক্ষীণ আলোতে হঠাৎ গর্ত্তটা চোখে পড়তেই দু'জনেই শিউরে উঠ্‌ল, সর্ব্বনাশ, এই গর্ত্তের মধ্যে তাদের ফেলে দেবে নাকি!

—"ও কিসের গোঙানি!" কান পেতে কল্যাণ আর তপন শুনলো—গর্ত্তের ভিতর থেকে একটা অস্ফুট কান্নার শব্দ উঠ্‌ছে।

কিছু একটা ভেবে স্থির করবার আগেই সেই দানবীয় লোকটা কল্যাণ আর তপনকে ঠেলে ফেলে দিল সেই রহস্যময় ভয়াবহ গর্ত্তের মধ্যে।

গর্ত্তের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই কল্যাণ আর তপনের মনে হোলো আর কেউ যেন এই গর্ত্তের মধ্যে রয়েছে। এক্ষুনি তারা তার ঘাড়ের উপর পড়েছিল আর কি!

অন্ধকারের ঘোর একটু কাটতেই কল্যাণ আর তপন দেখলো পাগলের মত একজন লোক মাটিতে পড়ে আছে আর মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ ক'রে আওয়াজ করছে।

কল্যাণ আর তপনকে দেখে লোকটা যেন একেবারে অবাক হয়ে গেছে, হাঁ ক'রে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কল্যাণ বল্লে, "তপন, সবই দেখছি অতি রহস্যময় ব্যাপার, কিছুই ঠাহর ক'রে উঠতে পারছি না। জ্বালতো দেখি তোমার টর্চ্চটা।"

সঙ্গে তাদের টর্চ্চ বাতি ছিল। তপন তার কাঁপা-হাতে বাতিটা জ্বেলে

লোকটার মুখ দেখতে লাগ্‌ল, বল্লে, "কি আশ্চর্য্য কল্যাণ, লোকটিকে তো সভ্য জগতের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে—"

এইবার লোকটি সোজা হয়ে উঠে বসেছে। কল্যাণদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বল্লে, "আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা বাঙ্গালী—আমিও তাই।"

লোকটির কথা শুনে কল্যাণ আর তপন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—"এঁ্যা—আপনি বাঙালী? এই আদিম দ্বীপে এসে বন্দী হলেন কি ক'রে?" কল্যাণ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

—"সব বলছি—সব বলছি,—আগে আপনাদের পরিচয় চাই। কি নাম আপনাদের, কোথা থেকে কেমন ক'রে এই সর্ব্বনেশে জায়গায় এলেন, বলুন—বলুন, শীগ্‌গির বলুন।" উত্তেজনায় লোকটির গলা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

চৌদ্দ

কল্যাণদের মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে লোকটি সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল—

—"নাম আমার সুধাংশুকুমার রায়, একটা নতুন চাকুরী নিয়ে আফ্রিকায় চলেছিলাম ভারত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে। মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের তোড়ে আমাদের জাহাজ ডুবি হয়। আমি একটা তক্তার সাহায্যে ভাসতে ভাসতে তিন দিন তিন রাত পরে এই দ্বীপে এসে হাজির হই। তারপর এদের হাতে বন্দী হয়ে এই গর্ত্তের মধ্যে পড়ে আছি।"

সংক্ষেপে সুধাংশুবাবুর পরিচয় পেয়ে তপন বল্লে, "আপনি, ক'দিন থেকে এই গর্ত্তে পড়ে' আছেন?"

—"বেশী দিন নয়, পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা আমি ধরা পড়ি এদের হাতে।" সুধাংশুবাবু বল্লে।

—"পরশু দিন থেকেই কি আপনি অনাহারে আছেন?" কল্যাণ প্রশ্ন করল।

—"না ঠিক অনাহারে নয়, মাঝে মাঝে উপর থেকে ওরা কিছু কিছু ফল মূল ফেলে দেয় খাবার জন্যে।" সুধাংশুবাবু উত্তর দিল।

—"ওদের উদ্দেশ্য কি সুধাংশুবাবু?"

তপনের কথা শুনে সুধাংশুবাবু বল্লে, "উদ্দেশ্য কি তা তো জানি না, তবে বোধ হয় এই অন্ধকার গুহার মধ্যে আমাদের চিরকাল বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে। তিলে তিলে মরতে হবে। ওদের রকম সকম দেখে মনে হয়

সভ্য-জগতের উপর ওদের যেন দারুণ আক্রোশ, সভ্য মানবজাতির উপর ওদের যেন ক্রোধের সীমা নাই।”

—“তবে এখন উপায় ?” তপন প্রশ্ন করলে।

—“কোনো উপায় নাই, কোনো উপায় নাই”—এই বলে’ সুধাংশু বাবু আবার দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল।

—“তপন, আমরা সভ্য-জগতের মানুষ, এরা হচ্ছে অসভ্যের দল, এদের চেয়ে আমাদের বুদ্ধি অনেক সাফ—অনেক পরিষ্কার, কাজেই ঘাব্‌ড়ালে চলবে না। যে করেই হোক উদ্ধারের উপায় বের করতেই হবে। টোটাগুলি যদি ফুরিয়ে না যেত তবে একবার দেখতাম কে এইভাবে আমাদের জীবন্ত বন্দী করে !”

কল্যাণের কথায় তপনের সাহস অনেকটা ফিরে এসেছে, কিন্তু সুধাংশুবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, “কোনোই উপায় নাই কল্যাণবাবু, ঐ হিংস্র বর্ব্বর নর-পশুদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব—অসম্ভব।”

উদ্ধারের কি উপায় ? এই রকম গভীর গর্ত্তের ভিতর থেকে উপরে ওঠা তো সহজ কথা নয়, আর কোনো রকমে উপরে উঠলেও ঐ নর-দানবদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে কি ক’রে ?

কল্যাণ আর তপন ভেবে আকুল হোলো।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর মনে হোলো গর্ত্তের মুখে কারা যেন কথাবার্ত্তা বলছে।

কল্যাণ বল্লে, “তপন, ঐ শোনো গর্ত্তের মুখে কাদের সব গলার আওয়াজ, নিশ্চয় ঐ নর-রাক্ষসেরা আমাদের পাহারা দিচ্ছে, তাদেরই কণ্ঠস্বর।”

একবার উপর দিকে তাকিয়েই তপন বলে উঠ্‌ল, "কল্যাণ, কল্যাণ, ঐ ছাখো একটা গাছের ডাল নীচে নেমে আসছে, উপরের লোকগুলি কি যেন বলাবলি করছে আমাদের লক্ষ্য ক'রে।"

কল্যাণ লাফিয়ে উঠ্‌ল, "তপন নিশ্চয় ওরা এই ডাল ধরে' আমাদের উপরে উঠতে বলছে, ঐ ছাখো আমাদের ওরা ডালটা ধরতে ইসারা করছে।"

একি ব্যাপার! এ যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার! সুধাংশুবাবুও গভীর উত্তেজনায় উঠে বস্‌ল, তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না এই ঘটনা।

আবার উপর থেকে কে যেন মোটা গলায় চীৎকার করে' কি যেন ইসারা কর্‌ল, ডালটা একেবারে কল্যাণদের হাতের কাছে এসে পৌঁছেছে।

—"আর দেরী নয় তপন—ঐ ছাখো ওরা আবার ইঙ্গিত করছে ডালটা ধরতে। উঠে পড়ুন সুধাংশুবাবু, ডালটা আঁক্‌ড়ে ধরুন।"

তিনজনে প্রাণপণে ডালটা চেপে ধরলো, ধীরে ধীরে সেটা উপরের দিকে উঠতে লাগ্‌ল।

উপরে উঠে তিনজনে আবার সেই সমতল ভূমিতে এসে দাঁড়ালো, ছ'জন লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল—তারা কল্যাণদের সঙ্গে নিয়ে আবার সেই সুড়ঙ্গের পথ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে লাগ্‌ল।

বিচিত্র রহস্য—কিছুই বুঝবার উপায় নাই। কেনই বা তাদের গর্তের মধ্যে ফেল্ল, কেনই বা আবার উপরে তুলে আন্‌ল এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না।

তপন পথ চলতে চলতে একবার বল্লে, "উপরে গিয়ে আমাদের মেরে ফেলবে না তো!"

সুধাংশুবাবু বল্লে, "খুব সম্ভব তাই, এরা আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে নিশ্চয় উপরে নিয়ে যাচ্ছে না।"

কল্যাণও দিশেহারা হয়ে গেছে। সে বল্লে, "সবই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। যদি আয়ু থাকে কারুর চৌদ্দ পুরুষের ক্ষমতা নাই প্রাণে মারতে পারে। আপনি কি বলেন সুধাংশুবাবু!"

সুধাংশুবাবু বল্লে, 'আমার মনে হয়, আমাদের তিনজনকে মেরে ওরা আজ মস্ত ভোজের ব্যাপার করবে। ঐ শুনুন, উপরে আনন্দ কোলাহল ধ্বনি।"

সুড়ঙ্গের প্রায় মুখের কাছে কল্যাণরা এসে পড়েছে। বাইরে শোনা যাচ্ছে জনতার উত্তেজিত হট্টগোল।

পনেরো

খোলা প্রান্তরের উপর তিনজন এসে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখল তাদের ঘিরে অসংখ্য নর-পশুর দল কোলাহল করছে।

আজ আর রক্ষা নাই। তপন ফিস্ ফিস্ করে' কল্যাণকে বল্লে. "নিশ্চয়ই আজ আমাদের হত্যা করে' ওরা ভোজ লাগাবে, ঐ ছ্যাখো অদ্ভুত পোষাক-পরা একজন লোক হাতে শানিত অস্ত্র নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে, নিশ্চয়ই ও দলের সর্দ্দার।"

—"কোনো ভুল নাই তপন, কোন সন্দেহ নাই, আমাদের ঘায়েল করবার জন্মেই লোকটা তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।" কল্যাণের কণ্ঠস্বর যেন বন্ধ হয়ে গেল।

সুধাংশুবাবু বল্লে, "আমি আগেই বলেছি, আমাদের মুক্তি দেবার জন্মে ওরা আমাদের উপরে নিয়ে আসছে না, আমাদের মাংস দিয়ে ওদের আজ বিরাট ভোজের আয়োজন হবে।"

অদ্ভুত লোকটা আরো এগিয়ে এলো একেবারে কল্যাণদের সাম্‌না সাম্‌নি। তারপর অদ্ভুত ব্যাপার! কল্যাণের পিঠ চাপড়ে বলে' উঠ্‌ল "গুংগা"!

—"গুংগা"!! শব্দটা যেন কল্যাণ আর তপনের অতি পরিচিত ব'লেই মনে হোলো। তারা ভালো করে' লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল, এ সেই লোক—যার বুকের উপর এক অদ্ভুত জানোয়ার থাবা মেরে বসে টুঁটি ছেঁড়বার মতলব করছিল, আর যাকে তারা সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

আর কিছু বুঝতে বাকী রইল না। অসভ্য বর্ব্বর আদিম অধিবাসী হলেও এরা কৃতজ্ঞতার মূল্য দিতে জানে। কল্যাণ আর তপন বুঝল সর্দ্দার আজ স্বয়ং নিজে হাতে তাদের মুক্তি দিল, তার ঋণ শোধ করল।

সর্দ্দার আবার বল্লে, "গুংগা", দলের সবাই একসঙ্গে আনন্দে কোলাহল করে' উঠ্‌ল।

কল্যাণ, তপন কিম্বা সুধাংশুবাবু কেউ-ই "গুংগা" শব্দটার মানে বুঝতে পারল না, তবে এটা বুঝল তাদের আর ভয় নাই, তারা আজ মুক্ত।

আবার সর্দ্দার কি একটা ইসারা করল, একজন লোক শুক্‌নো লতা-পাতায় জড়ানো কি একটা জিনিষ সর্দ্দারের সাম্‌নে এনে হাজির করল।

সর্দ্দারের আদেশে সেই পোঁটলাটা কল্যাণদের সাম্‌নে খোলা হোলো, কল্যাণরা যে দৃশ্য দেখ্‌ল তাতে তাদের শরীর শিউরে উঠ্‌ল। পাতায় জড়ানো একটি মৃতদেহ, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সর্দ্দার ঝুঁকে পড়ে' আঙুল দিয়ে তার বুকের কাছে কি জানি ইসারা করে' দেখালো, কল্যাণরা দেখল মৃতদেহটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা বন্দুকের গুলি ভেদ করে' চলে গেছে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে।

—"কিছু বুঝতে পারছ তপন!" কল্যাণ প্রশ্ন করল।

এই ব্যাপার দেখে তপন অবাক হয়ে গেছে, সুধাংশুবাবুর মুখেও কোনো কথা নাই।

তপন বল্লে, "না কল্যাণ, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, এই মৃতদেহটি কার? কেনই বা এরা আমাদের দেখাচ্ছে, কি ইঙ্গিত করছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

—"আমি কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।"

কল্যাণের কথায় সুধাংশুবাবু বল্লে, "আপনি কি বুঝতে পেরেছেন বলুন কল্যাণবাবু,—সবই তো আমার হেঁয়ালী বলেই মনে হচ্ছে।"

কল্যাণ বল্লে, "আমার মনে হয় মৃতদেহটি এই দ্বীপেরই কোনো অধিবাসীর। সভ্য মানুষের বন্দুকের গুলিতে লোকটা মারা পড়েছে।"

—"তা হতে পারে, কিন্তু তার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করার কারণ কি, এদের কি ধারণা আমরা কিম্বা সুধাংশুবাবু লোকটিকে হত্যা করেছে। তাই কি ওরা আমাদের বন্দী করেছিল?" তপন প্রশ্ন করল।

—"মৃতদেহটিকে দেখে মনে হয় বহুদিনের পুরাণো ওটা, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোনো লতাপাতার গুণে পচতে পারে নি। আমরা যে লোকটাকে হত্যা করেছি—এ ধারণা ওদের হয় নি, তবে এটা যে কোনো সভ্য মানুষের কাজ—এ ওরা বেশ ভালো করেই জানে। তাই আমার মনে হয় সমস্ত সভ্য জাতির উপরেই রেগে গেছে ওরা।" কল্যাণ উত্তর দিল।

—"তাই বুঝি প্রতিশোধ নেবার জন্যে ওরা আমাদের বন্দী করেছিল?" সুধাংশুবাবু বল্লে।

—"হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়, আমাদের মেরেই ফেলত যদি না সর্দ্দারকে আমরা হিংস্র জন্তুটার মুখ থেকে বাঁচাতাম। আমাদের চিনতে পেরে সর্দ্দার আজ আমাদের মুক্তি দিচ্ছে।" কল্যাণ বল্লে।

সর্দ্দারের ভাষা কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সে জনতাকে সম্বোধন করে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছে মনে হোলো।

হঠাৎ আবার এ কি ব্যাপার! দলের সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে কেন? সর্দ্দারও যেন ছুটে পালাচ্ছে।

কল্যাণরা তাকিয়ে দেখল হাজারে হাজারে ডাইনোসরসের দল তেড়ে আসছে সেই দিকে. আগে আগে সেই পালের গোদা আহত জন্তুটা।

চারিধারে অসংখ্য সুড়ঙ্গ পথ ছিল, চক্ষের নিমেষে বর্ব্বরের দল সেই সব ছিদ্রপথে অদৃশ্য হয়ে গেল, উপারের সমতল ভূমিতে পড়ে রইল কল্যাণ, তপন আর সুধাংশুবাবু!

—"আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দেরী করে' কাজ নাই তপন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ছুটে চলুন পাহাড়ের আড়ালে সুধাংশুবাবু!" কলাণ আর্ত্ত কণ্ঠে বল্লে।

তপন বল্লে, আমাদের এরোপ্লেনটা।"

—"সে চিন্তা পরে হবে, আগে তো প্রাণে বাঁচো, ঐ ত্যাখো সেই আহত জানোয়ারটা আমাদের দেখতে পেয়ে কি রকম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে।"

প্রাণপণে তিনজনে সাম্‌নের দিকে ছুটে চল্ল ঝড়ের বেগে।

ষোলো

"যাক্, এতক্ষণে একটা নিরাপদ জায়গা পাওয়া গেছে," একটা উঁচু টিলার উপর উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে কল্যাণ বল্লে, "বাপ্‌রে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত রাক্ষুসে জন্তুগুলি কী দারুণ বেগেই আমাদের তাড়া করেছিল।"

—"এখন আর ওগুলিকে দেখা যাচ্ছেনা," তপন বলে উঠ্‌ল, "ওঃ, কী ভীষণ আক্রোশ আমাদের উপর।"

সুধাংশুবাবু বল্লে, "আপনাদের উপর জন্তুগুলোর শুধু আক্রোশ হতে যাবে কেন কল্যাণবাবু, ওদের দলছাড়া আর সকলের উপরেই ওদের আক্রোশ আর ক্রোধ। ওদের ভয়ে এই দ্বীপের সবাই তটস্থ। এই দ্বীপের অধিবাসীরা সকলেই ওই আতঙ্ককর জীবকে ভয় করে।"

—"তা হতে পারে সুধাংশুবাবু, কিন্তু আপাততঃ ওদের আক্রোশটা সব চেয়ে বেশী হয়েছে আমাদের উপর।" এই বলে কল্যাণ গুলি মারার ইতিহাসটা সুধাংশুবাবুকে সমস্ত খুলে বল্‌তে লাগ্‌ল।

সুধাংশুবাবু একমনে কল্যাণের কথা শুন্‌ছে এমন সময় তপন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "কল্যাণ, শীগ্‌গির এই পাথরটার আড়ালে লুকিয়ে পড়, ঐ গ্যাখো একটা বিকট গণ্ডার হেল্‌তে দুল্‌তে এই টিলার উপর উঠ্‌ছে।"

একটা বড় হেলানো পাথরের আড়ালে তিনজনে চট্‌পট্‌ করে' আত্মগোপন করল। ভাগ্যিস জানোয়ারটা তাদের দেখতে পায় নাই! গা দুলিয়ে, লেজ ফুলিয়ে জানোয়ারটা টিলা পার হয়ে নীচের দিকে চলে গেল, পাথরের আড়াল থেকে তিনজনে আবার বের হয়ে এলো।

—"এ রকম ভাবে নিরস্ত্র হয়ে এই রাক্ষুসে দ্বীপে আর কতক্ষণ থাকা যায় কল্যাণ ?"

তপনের কথায় কল্যাণ বল্লে, "আমার আর এক মুহূর্ত্তও এভাবে এখানে থাকবার ইচ্ছা নাই তপন, কিন্তু দ্বীপ ত্যাগ করবার যে কোনো পন্থাই খুঁজে পাচ্ছি না, এরোপ্লেনটা কি চালকশূন্য হয়ে নিজেই উড়ে গেল নাকি !"

সুধাংশুবাবু হঠাৎ উল্লাসে চীৎকার করে' উঠ্‌ল, "ঐ দেখুন, কল্যাণবাবু, ঐ দেখুন তপনবাবু, বহু দূরে সমুদ্রের ধারে একটা ন্যাড়া গাছের তলায় মস্ত ডানাওলা কি যেন দেখা যাচ্ছে—ওটা কি—"

—"এরোপ্লেন, আমাদের এরোপ্লেন" আনন্দে আত্মহারা হয়ে কল্যাণ আর তপন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

এ যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার, এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের কথা, অসম্ভব ঘটনা।

কল্যাণ আর তপন ছুটল বিদ্যুৎবেগে এরোপ্লেনটার দিকে, তাদের পিছনে অনুসরণ করল সুধাংশুবাবু।

—"ঐ যে আমাদের এরোপ্লেন, ঐ যে আমাদের এরোপ্লেন"—কল্যাণ আর তপন আনন্দে দিশেহারা হয়ে উঠ্‌ল।

এরোপ্লেনটার কাছে তিনজনে এসে হাজির হোলো। কোনো ক্ষতি হয় নাই উড়োজাহাজটার, ঠিক যেমনি ভাবে এসে থেমেছিল, তেমনি আছে। এমন কি রুটি মাখন, জ্যাম জেলি সবই রয়েছে টাটকা।

—"এসো, আগে তো পেট ভরে' খানিকটা খেয়ে নেওয়া যাক্" এই বলে তপন রুটিতে মাখন লাগাতে লাগ্‌ল। এরোপ্লেনটার পেট্রোল ফুরিয়েছিল, কল্যাণ আবার পেট্রোল ভরে নিল।

সমস্ত তৈরি, খালি কম্পাসটা এখনো ঠিক মত মেরামত হয় নি।

কল্যাণ বল্লে, "দিনের আলো থাক্‌তে থাক্‌তে কম্পাসটা ঠিক করে' নেওয়া যাক্, কি বল তপন—"

তপন আকুল কণ্ঠে বল্লে, "সে ব্যাপারটা পরে হবে, ঐ ছাখো চেয়ে সাম্‌নের দিকে—"

থপ্ থপ্ থপ্, ছুটে আসছে সেই রাক্ষুসে ডায়নোসরসের দল, সেই বিশ্রীরকম করাত দিয়ে কাঠ চেরার শব্দে আকাশ বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠছে।

—"আর এক মুহূর্ত্তও দেরী নয় তপন, সুধাংশুবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন এরোপ্লেনে।"

শত্রুরা বুঝি হাত-ছাড়া হয়। ছুটে আসছে রাক্ষুসে প্রাণীর দল মহাক্রোধে বিকট শব্দ করতে করতে, সকলের আগে তেড়ে আসছে সেই আহত জন্তুটা।

—"বোঁ—ও—ও"—পলকের মধ্যে শূন্যে উঠে পড়ল এরোপ্লেনটা নীল আকাশের গায়। নীচে পড়ে রইল সেই রাক্ষুসে আদিম দ্বীপ আর রাক্ষসের দল।

জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে তপন দেখল—সেই রাক্ষুসে জন্তুর দল শত্রুদের ধরতে না পেরে সমুদ্রের ধারে মহা আস্ফালন জুড়ে দিয়েছে, ভীষণ লাফ ঝাঁপ সুরু করে' দিয়েছে।

সতেরো

সুধাংশুর অভিযানের কথাটা এইবার আমাদের জানা দরকার।

কলোম্বো থেকে একখানি যাত্রী জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে আফ্রিকার পথে। যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র সুধাংশুই বাঙালী।

সীমাহীন ভারত মহাসাগর। নীল জল শান্ত সুন্দর। আকাশে মেঘ নাই, বাতাসে বেগ নাই। যাত্রীদের মনে অনন্ত আনন্দ।

তিন দিন তিন রাত দেখতে দেখতে কেটে গেল। পরের দিন ঠিক সন্ধ্যার আগে জাহাজের কাপ্তেন এসে যাত্রীদের বল্লে, "আজ রাত্রে একটা ঝড়ের সম্ভাবনা, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে 'ব্যারোমিটারে'।

সুধাংশু বল্লে, "সে কি মশাই, আকাশে তো এক টুক্‌রোও মেঘ দেখা যাচ্ছে না, বাতাসও বইছে ফুর্ ফুর্ করে, ঝড়ের তো কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না।"

—"কিন্তু ঝড় একটা আসবেই, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূব কোণা থেকে এই ঝড়ের উৎপত্তি। ঝড়ের গতিটা ঠিক কোন্ দিকে বুঝতে পারা যাচ্ছে না—"

কাপ্তেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে বল্‌তে সুধাংশু লক্ষ্য করল বাস্তবিকই যেন হাওয়ার বেগটা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। পূব দিকের আকাশে লালচে লালচে মেঘ দেখা দিল; আর বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগ্‌ল ঘন ঘন।

সুধাংশু একটু বিচলিত হয়ে উঠল। কাপ্তেন বল্লে, "ঝড়ের ঠিক

মুখোমুখি না পড়লেও, কিছুটা ঝাপ্টা পেতে হবে আমাদের। আজ রাতটা কোনো রকম কাটাতে পারলে—কাল সকালেই আমরা "মরিসস্" দ্বীপের বন্দরে জাহাজ নোঙর করতে পারব।"

বাতাসের বেগ বেড়ে উঠছে হু হু করে'। আকাশ ছেয়ে এলো ঝোড়ো মেঘে। সমুদ্রের শান্ত স্থির জল হয়ে উঠল অশান্ত অস্থির। তার রুদ্র নৃত্যের তালে তালে জাহাজটাও দুলে দুলে উঠতে লাগ্‌ল।

কাপ্তেন জাহাজের গতি না কমিয়ে হাওয়ার অনুকূলে জাহাজের গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিল।

সারা জাহাজময় একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে, সকলেই ভয়ে আকুল, কখন জাহাজ উল্টে যায় কিছুই স্থিরতা নাই।

কাপ্তেন সকলকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে, "এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঝড়ের মুখে জাহাজকে পড়তে হয়, আধুনিক জাহাজে যে সব যন্ত্রপাতি থাকে তাতে ঝড়ে বিশেষ কিছু কাবু করতে পাবে না। আপনারা সব নিজের নিজের কেবিনে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন।"

কাপ্তানের কথায় সুধাংশু অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে—নীজের কেবিনে গিয়ে বসল।

শোঁ—শোঁ—শোঁ—অপ্রতিহত গতিতে, অসম্ভব জোড়ে ক্রুদ্ধ দানবের মত ঝোড়ো বাতাস ছুটে চলেছে গর্জ্জন করতে করতে, সেই সঙ্গে ক্ষেপে উঠেছে সাগরের জল। লক্ষ লক্ষ হাত তুলে করতালি দিচ্ছে, উন্মাদ-নৃত্য আরম্ভ করেছে। উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কায় জাহাজ একবার উঠছে উপরের দিকে, আবার হু হু করে' নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে, এই বুঝি ডোবে-ডোবে।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে সুধাংশু দেখল, কোন্‌টা আকাশ, কোন্‌টা

সাগর চেনবার আর জো নাই। চারিধারে আল্‌কাত্‌রার মত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের বুক চিরে পিশাচের হাসির মত মাঝে মাঝে ঝল্‌কে উঠছে বিদ্যুতের ঝিলিক্।

বাতাসের বেগে জাহাজ ছুটে চলেছে অসম্ভব গতিতে—আর বুঝি টাল্ সাম্‌লাতে পারে না।

সুধাংশু আর কেবিনে বসে থাকতে পারল না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, যাত্রীরা সবাই ডেকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, সকলের মুখেই একটা অজানা আশঙ্কার ছাপ।

কাপ্তেন সকলকে আশ্বাস দিচ্ছে—"ঝড় আর বেশীক্ষণ থাকবে না—প্রথম বেগটাই ভয়ের কারণ ছিল, সেটা আমরা কাটিয়ে দিয়েছি।"

আবার সুধাংশু নিজের কেবিনে ফিরে এলো, তারপর দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কাপ্তেন যখন আশ্বাস দিচ্ছে তখন আর ভয় কি!

সুধাংশু বাঙালীর ছেলে হলেও সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী ও ডানপিটে। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা যতটা ভয় পেয়েছিল, সুধাংশু অতটা ঘাব্‌ড়ায় নাই। জীবনে সে অনেক বড় বড় মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, অনেকবার সে মৃত্যুর হাত থেকে আশ্চর্য্য ভাবে পরিত্রাণ পেয়ে এসেছে—কাজেই এই ঝড়ে তাকে যে একটা খুব বেশী কাহিল করে দেবে তার সম্ভাবনা নাই!

আঠারো

গভীর রাত।—সুধাংশু গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন, হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে গেল। এক লাফে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল, দেখল জাহাজটা যেন একদিকে অনেকখানি কাৎ হয়ে গেছে।

এ্যাঁ, জাহাজ-ডুবি হচ্ছে নাকি!—ঝড়ের বেগ অনেকটা কম বোধ হচ্ছে, কিন্তু জাহাজটা এভাবে কাৎ হয়ে যাচ্ছে কেন?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি কেবিনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরুতে গেল,—সব্বনাশ, দরজাটা বাইরের থেকে এঁটে গেল কি করে? কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না যে!

সুধাংশুর চোখ কপালে উঠ্‌ল। অনেক চেষ্টা করল, কিছুতেই দরজা খোলা যাচ্ছে না। সে চীৎকার করতে লাগল গলা ফাটিয়ে, "কে আছ বাঁচাও, আমি আট্‌কে আছি কেবিনের মধ্যে।"

সুধাংশুর গলার স্বর ঝড়ের শব্দের সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে গেল, বাইরের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

জাহাজটা ক্রমেই কাৎ হচ্ছে, একদিকটা একেবারে হেলে পড়েছে।

সুধাংশুর মাথা গরম হয়ে উঠ্‌ল। এখান থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে পোর্ট হোল। কিন্তু ঐ জানলা দিয়ে বেরুতে হলে একেবারে সমুদ্রের মধ্যে পড়তে হবে। অন্য কোনো উপায় নাই।

বদ্ধ কেবিনের মধ্যে থেকে সুধাংশু শুনতে পেল ক্ষিপ্ত জলস্রোতের কলধ্বনি। জাহাজে জল উঠছে, ঝড়ের তোড়ে ছিট্‌কে এসে নিশ্চয় জাহাজটা কোনো চোরা-পাহাড়ে কিম্বা চড়ায় এসে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেছে।

কোনো মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, বোধ হয় সবাই ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে লাইফ-বোটে করে' সরে' পড়েছে নিজের নিজের প্রাণ নিয়ে।

সুধাংশু যে কেবিনে ঘুমন্ত অবস্থায় আছে—এ খেয়াল হয়তো কারুর মাথায় আসেনি।

জাহাজটা আরো খানিকটা কাৎ হয়ে হেলে পড়ল। 'পোর্ট হোলে'র ভিতর দিয়ে সুধাংশু চেয়ে দেখল, চারিধারে থৈ থৈ করছে উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি, হাওয়ার বেগ অনেকটা কমেছে, কিন্তু সাগরের মাতামাতি কমে নি।

আর বেশীক্ষণ দেরী করলে কেবিন শুদ্ধ তাকে জলের তলে চিরসমাধি লাভ করতে হবে। সুধাংশু এমনিও মরেছে অমনিও মরেছে, সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

কল্—কল্—কল্,—ছলাৎ—ছলাৎ—ঝপাং—ঝপাং,—ক্রুদ্ধ জল আছড়ে আছড়ে পড়ছে জাহাজের বুকের উপর। কে তাকে আগে ডুবিয়ে ফেলতে পারে—এই নিয়ে বোধ হয় ঢেউয়েদের মধ্যে পাল্লাপাল্লি চলতে লাগ্‌ল।

সুধাংশুর কেবিনটা হেলে অনেকটা নীচে নেমে গেছে, ঢেউয়ের ঝাপটা মাঝে মাঝে জানলার ভিতর দিয়ে কেবিনের মধ্যে এসে পড়তে লাগল।

আর নয়, আর নয়। সুধাংশু পোর্ট হোলের মধ্যে দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই ফেণিল উদ্দাম জলরাশির মধ্যে।

বাতাসের বেগ অনেকটা কেটে গেছে, আকাশে মেঘ নাই—অসংখ্য তারার আলো চিক্ মিক্ করছে।

সুধাংশু সাঁতারে ওস্তাদ,—কিন্তু এই অসীম বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে তার ওস্তাদী খাটবে কতক্ষণ?

একবার মুখ তুলে সে তাকিয়ে দেখ্‌ল—তার সামনে একটু দূরে অন্ধকার প্রেতপুরীর মত বড় জাহাজখানা ধীরে ধীরে অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের কারুর সাড়া শব্দ নাই, সব যে যার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

হায়, এ সময় যদি একখানা 'লাইফ-বেল্ট'ও সে পেত—তার সাহায্যেও সে কিছুক্ষণ ভেসে বাঁচবার চেষ্টা করত। এ ভাবে সে কতক্ষণ ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করবে!

ঢেউয়ের ধাক্কায় হুড়্ মুড়্ করে জাহাজের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ল সমুদ্রের জলে।

সুধাংশু চেয়ে দেখ্‌ল, একখানি চওড়া তক্তা ভাসতে ভাস্‌তে আসছে তার দিকে। যাক্ একটা তবু অবলম্বন পাওয়া গেল। খুসীতে সুধাংশুর মন ভরে' গেল। সে তাড়াতাড়ি করে' আঁক্‌ড়ে ধরল সেই তক্তাটাকে,—তারপর উঠে বস্‌ল তার উপর।

এইবার একটা দাঁড় হলে হয়। তাও জুটে গেল সুধাংশুর বরাতে, আর একটা কাঠও ভেসে যাচ্ছিল সুধাংশুর কাছ দিয়ে। সেটাকে তুলে সে দাঁড়ের কাজে লাগালো।

ঝড়ের আর তেমন জোর নাই, সাগরও ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সুধাংশু একবার চারিধারে তাকিয়ে দেখ্‌ল—কোনোদিকে কূল নজরে পড়ে কি না।

গাঢ় অন্ধকার রাত, বেশী দূরে দৃষ্টি চলে না। জাহাজটা যে কোথায় এসে ধাক্কা খেয়েছে—তাও বোঝা যাচ্ছে না। সাম্‌নে পাহাড় পর্ব্বত, কিম্বা চড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

শেষ

অনন্ত অসীম সমুদ্র, কোনো দিকে কূলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সুধাংশুর ভেলা ভেসে চলেছে বিরামবিহীন।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার প্রাণ যায় যায়। সমুদ্রের জল লোনা, মুখে দেয় কার সাধ্য। তবুও অসহ পিপাসার জ্বালায় সেই জলও তার মাঝে মাঝে মুখে দিতে হচ্ছে।

এ ভাবে কতদিন কাটবে কে বলতে পারে! অনাহারে উপবাসে তার শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে, মন অবসন্ন হয়ে আসছে। একমাত্র আশা যদি কোনো জাহাজ তার নজরে পড়ে যায়।

দুই দিন দুই রাত কেটে গেল, কিন্তু কোথায় বা কূল, কোথায় বা কোনো জাহাজের দেখা।

মানুষের আশারও একটা শেষ আছে, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। সুধাংশু মুসড়ে পড়েছে একেবারে। যদি সঙ্গে জল আর খাবারের ব্যবস্থা থাকতো, তবে হয়তো এতটা নিরাশ সে হয়ে পড়তো না। না খেয়ে সে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে।

রাতদিন একঘেঁয়ে সাগরের কল্লোলধ্বনি শুনতে শুনতে তার বিরক্তি ধরে গেছে। যে দিকে তাকায় খালি জল আর জল। তার যেন জলাতঙ্ক রোগ ধরেছে। জল দেখলেই যেন তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

তিনদিনের দিন সকাল বেলা, সুধাংশুর মনে হোলো, বহুদূরে দিগন্তের কোলে যেন ধোঁয়া উড়ছে।

ও কিসের ধোঁয়া! তবে সে কি কোনো দ্বীপের ধার দিয়ে যাচ্ছে! সুধাংশু আকুল আগ্রহে লগি ঠেলে চল্ল সেই ধোঁয়া উদ্দেশ করে'।

দ্বীপ নয়, দ্বীপ নয়, চলন্ত এক জাহাজের ধোঁয়া। ঐ যে দূরে—বহুদূরে—মোচার খোলার মত এক জাহাজ ভেসে চলেছে ধোঁয়া উড়িয়ে।

সুধাংশুর প্রাণে যেন একটু ক্ষীণ আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল। সে প্রাণপণ শক্তিতে তার লগি ঠেলে তক্তাটাকে সেই জাহাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

এতদূর থেকে চীৎকার করলে জাহাজের কেউ শুন্‌তে পাবে না—তাই চীৎকার করা বৃথা। সুধাংশু ভাবলে তার গায়ের জামাটা খুলে একবার ইসারা করে' জানায় যে সে বিপন্ন।

ধোঁয়া উড়িয়ে জাহাজ ছুটে চলেছে 'হু হু' শব্দে। সুধাংশু অনেক চেষ্টা করছে জাহাজটার কাছে যেতে খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু প্রবল স্রোতে কিছুতেই আর এগিয়ে যেতে পারছে না।

হায় হায় হায়, সব যে বৃথা হোলো। এখন পর্য্যন্ত যে জাহাজ বহুদূরে, তার কাছে যেতে যেতে—জাহাজ চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

গায়ের জামাটা খুলে সুধাংশু লগিতে জড়িয়ে নিশানের মত করে' শূন্যে উড়াতে লাগ্‌ল,—ইংরাজীতে, হিন্দীতে, বাংলাতে—চেঁচিয়ে জানাতে লাগ্‌লো সে বিপন্ন সাহায্যপ্রার্থী।

সমস্তই নিষ্ফল হোলো, সমস্তই পণ্ড হোলো। গভীর নৈরাশ্যে সুধাংশুর মন ভরে' উঠ্‌ল। জাহাজটা দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবিষ্টের মত সুধাংশু থুপ্ করে সেই ভাসমান তক্তাখানির উপর বসে পড়ল, আশা নাই, আর জীবনের আশা নাই।

সাগরের গোলক ধাঁধা থেকে বুঝি আর এ জীবনে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। শুকিয়ে মরতে হবে এই কাঠের তক্তাখানার উপর।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় তক্তাখানি ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এক চড়ায় এসে আট্‌কালো। সুধাংশুর মন যেন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌ল। এতদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা, শ্রান্তি গ্লানি, সমস্ত এক নিমেষে ভুলে গিয়ে সুধাংশু চাঙ্গা হয়ে খাড়া হয়ে উঠ্‌ল তক্তাখানার উপর।

তক্তাখানা সমুদ্রের উপকূলে কতগুলো ঘাসের মাঝে এসে আট্‌কেছে, ঐ যে শাদা শাদা বালি দেখা যাচ্ছে, স্বপ্ন নয়, সত্যি, সত্যি।

সুধাংশু আর থাকতে পারল না, এক লাফে এসে পড়ল সেই বালুর চড়ায়। আঃ কী আরাম, কী আরাম, কী আনন্দ, কী তৃপ্তি।

কোন্ দ্বীপ এটা! তা সে যে দ্বীপই হোক্, আশ্রয় তো একটা পাওয়া গেছে, হয়তো এখান থেকেই উদ্ধারের কোনো উপায় হবে।

জন-মানবহীন দ্বীপ। সুধাংশু সন্ধ্যার ম্লান আলোতে চারিধারে তাকিয়ে দেখল—দ্বীপের সবই যেন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। গাছপালাগুলো সবই বিচিত্র।

ধীরে ধীরে সে দ্বীপের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগ্‌ল—যদি কোনো ফলমূলের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষুধায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে।

সাম্‌নেই দেখলো একটা খাল, তার ধারে গাছে গাছে সব থোলো থোলো ফল পেকে আছে, দেখতে অনেকটা কাঁঠালের মত, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় আকারে।

পাকা ফলের মিষ্টি গন্ধে চারিদিক আমোদিত। সুধাংশু আর থাকতে পারলো না, একটা ফল পেড়ে ফেল্ল তাড়াতাড়ি।

কী মিষ্টি ফল, আঃ প্রাণ জুড়িয়ে গেল। খানিকটা খেয়েই সুধাংশুর পেট ভরে গেল। সাম্‌নেই তর্ তর করে' খালের মিষ্টি জল বয়ে যাচ্ছে। সুধাংশু অঞ্জলি ভরে পেট পুরে সেই জল খেল, তার প্রাণে যেন আবার নতুন জীবনীশক্তি ফিরে এলো।

অজানা অচেনা দ্বীপ; কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ বিপদে পড়তে হয় কে জানে! সুধাংশু স্থির করল, আজকের রাতটা গাছের উপর উঠেই কাটিয়ে দেবে, কাল সকালে ঠিক হবে পরের কর্ত্তব্য।

রাতটা কোনো রকমে গাছেই কেটে গেল, ভোরবেলা উঠে গাছ থেকে নাম্‌তেই সুধাংশু বন্দী হোলো দু'জন নর-দানবের হাতে। তারা তাকে ধরে' হিঁচড়ে নিয়ে চল্ল তাদের আস্তানাতে।

এর পরের ঘটনাটা আমাদের আর অজানা নাই। কি করে' কল্যাণ আর তপনের সঙ্গে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে সুধাংশুর শুভ-মিলন ঘটেছিল— তা' আর নতুন করে' বলতে হবে না।

গল্পটি কোনো বিদেশী কাহিনীর ছায়া কিম্বা অনুবাদ নয়। কাল্পনিক ঘটনা মাত্র।

যাদের জন্যে লেখা তারা খুশী হলেই লেখক খুশী।

—o—

২২সি,	যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি	১৲	„	সত্যেন দাস	২৲
„	যোগেশ বসু	২৲	„	বলরাম সাহা	১৲
২২ডি,	অনিল পাল	৩৲	„	রাজর্ষি মিত্র	২৲
„	ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য	২৲	„	তপতী মিত্র	৷৹
„	জিতেন পাল	৫৲	„	মোহনলাল ঘোষ	১৲
„	তিমির গুহ	।৴৹	„	শৈলেন সেনগুপ্ত	১৲
২২ই,	অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲	„	অমরেন্দ্রনাথ রায়	১৲
„	৺অনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲	২৩,	সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	৪৲
„	অজিত সেনগুপ্ত	১৲	২৬বি	মণিলাল মল্লিক	২৲
„	উপেন্দ্রনাথ সরকার	৩৲	„	অনাম নাথ	১৲
„	দুর্গা চক্রবর্ত্তী	॥০	২৬সি,	শৈলেন মল্লিক	১৲

২৬ডি,	মকর মল্লিক	২৲
”	অমল বসু	৷৷০
২৬ই,	কালাচাঁদ মল্লিক	২৲
২৬।১এ,	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	২৲
”	শচীন ভট্টাচার্য্য	২৲
”	প্রভাত সেন	১৫৲
”	চুণিলাল	৷৷০
২৬।১বি,	সুমিতা বসু	১৲
”	বুলবুল দত্ত	১৲
২৭এ,	রামচন্দ্র ঘোষ	৷৷০
২৮,	সুধীরলাল শীল	২০৲
২৮,	ডাঃ এস্ শর্ম্মণ	২৲
৩০এ,	নলিণী দেবী	৪৲
”	জগদীশ, আশীষ, কমল, নমিতা, অনিমেষ	১৲
৩০বি,	তারাপদ ঘোষ	২৲
”	ব্রজগোপাল বসাক	৷৷০
”	এস, কে, সেনগুপ্ত	১৲
৩২,	গিরিজা মোহন সান্যাল	১৲
”	প্রহ্লাদ দাস	৷৷০
”	গঙ্গাপদ সাহা	।০
৩৪,	সুনীল দাশগুপ্ত	৫৲